CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 30 January 2022 ■ আগরতলা ৩০ জানুয়ারী, ২০২২ ইং ■ ১৬ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাঘের নাচ

কল্যাণপুরের বিভিন্ন গ্রামে বাঘাসিন্নি ব্রতের প্রচলন আজও বর্তমান। ছবি নিজস্ব।

বকেয়া মিটিয়ে দেয়ার দাবীতে বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে উত্তেজনা, ঠিকেদারদের ক্ষোভের মুখে পালালেন এমডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা ছাড়ার আগেই ঠিকেদারদের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন বিদ্যুত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা চেয়ারম্যান এম এস কেলে। আজ তাঁকে নিগমের কার্যালয়ে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়ার আয়োজন হয়েছিল। কিন্ত, ঠিকেদারদের বিক্ষোভের জেরে তা ভেস্তে গিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ঠিকেদারদের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করেছেন। শুধু তাই নয়, বহিরাজ্যের সংস্থাকে বরাত পাইয়ে দিয়ে তিনি প্রচুর টাকা আত্মসাত করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। আজ ঠিকেদাররা নিগম কার্যালয়ে তাঁর গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এবং তাঁকে ঘেরাও করে রেখেছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যেই ঠিকেদারদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই বিদ্যুত নিগমে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দুর্নীতি নিয়ে একটা মহল সরব হয়েছিল। তিনি মর্জিমাফিক সকলের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন এমনও অভিযোগ উঠেছে। শুধু তাই নয়, কর্মীদের নিয়মিত করার বিষয়েই তাঁর অনীহা জেরে ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন বলে ত্রিপুরা বিদ্যুত কর্মী ইউনিয়ন বিবৃতি দিয়েছে। সংগঠন তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তক্রমে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে।

আজ দুপুরে বিদ্যুত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমএস কেলে নিগম কার্যালয়ে ক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর গাড়ি আটকে ঠিকেদাররা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ঠিকেদারদের অভিযোগ, তিন বছর ধরে তাঁদের বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। উপরন্ত, বকেয়া বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা উপঢৌকন নিয়েছেন তিনি। ঠিকেদারদের বিক্ষোভের জেরে নিগম কার্যালয় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঠিকেদারদের সাথে আলোচনায় সম্মত হন নিগম কর্তৃপক্ষ। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ছুটে আসে পুলিশ।

এদিন ঠিকেদারদের সংগঠনের পাঁচ জন প্রতিনিধির সাথে ডিরেক্টর ফিনান্স সর্বজিত সিং ডোগরা এবং ডিরেক্টর টেকনিকেল দেনাশীষ সরকার বৈঠক করেন। বৈঠকে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমএস কেলেও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারী বোর্ড মিটিং হবে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারির আগেই ঠিকেদারদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঘেরাও মুক্ত হন এবং বিকেলের বিমানে রাজ্যান্তরী হয়েছেন।

আমজাদনগরে সিপিএমের শহীদান দিবসকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। দক্ষিণ জেলার আমজাদ নগরে সিপিএমের শদিদান দিবসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। থানায় মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, সিপিএম ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলির তরফ থেকে শনিবার বিলোনীয়া আমজাদনগরে শহিদান দিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। সকালে অনুষ্ঠান শুরুর মুহুর্তে কয়েকজন দুস্কৃতিকারী শহীদ বেদী ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সিপিএম নেতা তাপস দত্ত। তিনি জানান, দুস্কৃতিরা বিজেপি দলের আশ্রিত। সেখানে ভাঙচুর করতে না পেরে দুপুরে আমজাদ নগরে সিপিএম কর্মী আলমগীর হুসেনের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এমনকি সন্ধ্যায় বাজারেও ভাঙচুর করেছে দোকানপাট। তারপর পুনরায় যখন আলমগীর হুসেনের বাড়িতে ভাঙচুর করতে যায় তখন এলাকার লোকজন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সেখানে জনতার সাথে ধস্তাধস্তিতে কয়েজন হামলাকারী আহত হয়েছেন। পরে গোটা বিষয়টি পুলিশ গিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে।

দুই ছাত্রকে পুলিশের মারধর ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। দুই ছাত্রকে মারধরের ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে। শনিবার সদর এসডিএম অফিসে তদন্তকার্যে হাজির হন আক্রান্ত দুই ছাত্র এঞ্জেল রিয়াং এবং অভিজিৎ দেববর্মা।

গত ১৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় সামনে সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় ওই দুই ছাত্রের গাড়ি বিকল হয়ে পড়েছিল। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্ত তা সত্ত্বেও ট্রাফিক কনস্টেবল কিশোর বণিক ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র এঞ্জেল এবং অভিজিৎ দেববর্মা বেধড়ক মারধর করে তাদেরকে এন সি সি থানায় নিয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বইতে শুরু করে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের দাবি জানায়। শেষ পর্যন্ত ঘটনার ১৬ দিন পর ম্যাজিস্ট্রেট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় কলেজের অধ্যক্ষা বদলির প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি।। রাস্তামাথা স্থিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের বদলির প্রতিবাদ নিয়ে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধে বসে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনা শনিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ। তাদের দাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল চিত্রা পালকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাবিদ্যালয় থেকে বদলি করা যাবে না।

দীর্ঘ বছর ধরে তিনি কলেজের পাঠ দান থেকে শুরু করে কলেজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছেন। তাই তাদের দাবি এই কলেজ থেকে প্রিন্সিপালকে বদলি করানো যাবে না। সেই জন্যই বদলির প্রতিবাদ

জানিয়ে রাস্তা অবরোধে নামে ছাত্রছাত্রীরা। এই অবরোধের ফলে রাস্তার দু'পাশে যানজটের সৃষ্টি হয়।

৩০ মিনিট রাস্তা অবরোধের পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ, বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য। ঘটনাস্থলে মহকুমা শাসক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করে সড়ক অবরোধ তুলে দিতে বলেন। পরবর্তী সময় ছাত্র-ছাত্রীরা সড়ক অবরোধ তুলে দেয়।

বিজেপি মন্ডল কার্যালয়ে আগুন কাঠগড়ায় তিপরা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। মান্দাইয়ে বিজেপির মন্ডল অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের তির তিপরা মথার দিকে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মান্দাই বাজারে বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ে দুস্কৃতিকারীরা অগ্নিসংযোগ করে। আগুনে মন্ডল অফিসের মূল ফটকের দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে অফিসটি পুরোপুরি পুড়ে যায়নি। শনিবার সকালে বিজেপি দলের নেতাদের নজরে আসে বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঘটনা তদন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবি হাসপাতালে ভর্তি রাজস্ব মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আজ জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ সঞ্জীব দেববর্মা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখার জন্য ডাক্তারদের একটি টিম গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ অনুসারে, চেয়ারম্যান ডাঃ অতনু ঘোষ এবং ডাঃ স্বপন সরকার ও অন্য দুই স্বাস্থ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার প্রকোপ অনেকটাই স্বাভাবিক, খুলছে সমস্ত স্কুল-কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। রাজ্যে করোনার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাই, সমস্ত স্কুল এবং কলেজ পুণরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। স্বাস্থ্য দফতরের সাথে পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে নিজ অফিস কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, করোনার প্রকোপে গত দুই বছর ধরে পড়াশুনার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বিকাশে বিরাট প্রভাব পড়েছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, এমনই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে না যাওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, স্কুল খোলা রাখার থেকে বন্ধ রাখা ঢের বেশি বিপদজনক, এমনটাই বলছে ইউনিসেফ। এ-বিষয়ে যুক্তি, স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকলে পড়াশুনায় ভীষণ ফাঁকি দেওয়া হয়। তাতে, সেখানো পড়া ছাত্রছাত্রীরা ভুলে যাচ্ছে। তাই, স্কুল-কলেজ খোলার বিষয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করেছে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর কথায়, করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন আগামী ৩০ জানুয়ারি অব্দি স্থগিত করা হয়েছিল। তাছাড়া, অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী একদিন অন্তর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির অনুমতি দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিপি হাসপাতালে প্রথম বাইপাস হার্ট সার্জারি

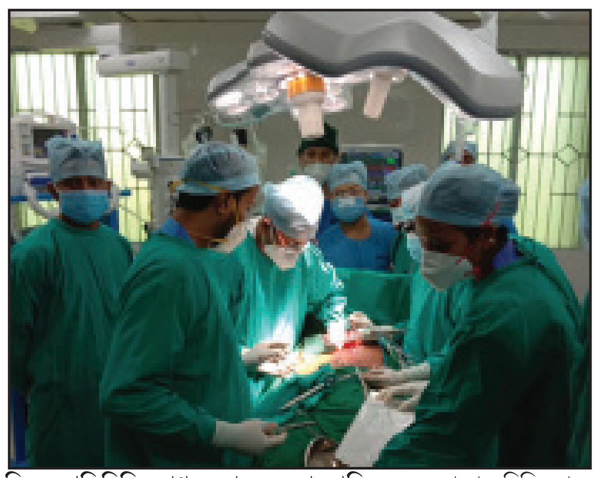

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। হৃদরোগের চিকিৎসায় এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নজির সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিও থোরাসিক অ্যান্ড ভাসকুলার সার্জারি অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজি (সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর) ডিপার্টমেন্টের কনসালটেন্ট অ্যান্ড ইনচার্জ কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি টিম গত ২৮ জানুয়ারি সিএবিজি (করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিং) সার্জারির ইতিহাস গড়লেন। স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা এই সংবাদ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সিটিভিএস অ্যান্ড আইআর ডিপার্টমেন্টে সাফল্যের সঙ্গে গত ২০ জানুয়ারি প্রথমবার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়। অমরপুরের বাসিন্দা ৩৮ বছরের এই যুবক বুকে ব্যাথা ও হার্ট অ্যাটাক নিয়ে গত বছর ৯ ডিসেম্বর ভর্তি হন। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ার পর সিটিভিএস ক্যাথ ল্যাবে ১৫ ডিসেম্বর চিকিৎসকরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে তার হার্টের করোনারি ধমনীতে গুরুতর ব্লকেজ সনাক্ত করেন এবং করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিংয়ের পরামর্শ দেন। সে অনুসারে গতকাল সুদীর্ঘ ছয় ঘন্টা ব্যাপী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ২৪ ঘন্টায় সংক্রমিত ১৫২ মৃত্যু তিনজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমণ অনেকটাই নেমেছে। স্বাভাবিক ভাবে অনেক দিন বাদে কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। তবে, মৃত্যু মিছিল এখনো চিন্তায় রেখেছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনার নমুনা পরীক্ষা সামান্য কমেছে ঠিকই। কিন্ত দৈনিক সংক্রমন অনেকটাই কমেছে। ফলে, সংক্রমণের হারও অনেকটা কমেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৪১৭ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩৬০১ জনকে নিয়ে মোট ৪০১৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ১০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৪২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে।

সব মিলে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৫২ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। করোনার নমুনা পরীক্ষায় কম হওয়ায় সংক্রমিতের সংখ্যাও কমেছে। কিন্ত দৈনিক সংক্রমণের হারও অনেকটা কমে হয়েছে ৩.৭৮ শতাংশ। গতকাল ৫০২৭ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপ ও আশীষ দৃপ্ত ঘোষণা দিলেন

ফেব্রুয়ারিতেই অবিজেপি ও অবাম বৃহৎ শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ফেব্রুয়ারিতেই রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ দেখা যাবে। সম্ভবত, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই অবাম ও অবিজেপি শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটবে ত্রিপুরায়। আজ এমনটাই জানালেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। সুদীপ বাবুও একই সুরে বলেন, অপেক্ষা শুধু অল্প সময়ের। সেই লক্ষ্যেই সারা ত্রিপুরা জুড়ে জনসংযোগ চলছে।

গত কয়েকদিন ধরে সারা ত্রিপুরা চষে বেড়াচ্ছেন বিদ্রোহী বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা। আজ ২ নম্বর এমএলএ হোস্টেলে ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেন দুজনেই। বৈঠক শেষে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, শহরতলির একাংশ নেতাদের সাথে আজ মত বিনিময় হয়েছে। তাঁরা অবাম রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতা পরিবর্তনের ধারায় থেকে জনস্বার্থে কাজ করতে চাইছেন, এমন নেতাদের একসাথে আনার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরা সরকার। কিন্ত, বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁদের নতুন চিন্তাধারা উদয় হয়েছে। তাঁর

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ও বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা অনুগামীদের নিয়ে বৈঠক করেন আগরতলায়।

কান্ডারীও ছিলেন বটে। কিন্ত, আজ তাঁরা নানাভাবে কোনঠাসা।

তাঁর কথায়, রাজনীতির মূল কারণ, বিগত দিনে জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি ছিল, সব অংশের মানুষের সাথে একসাথে হাটবে অভিযোগ, বর্তমান শাসক এবং শাসক দলের অদুরদর্শীতা এবং দুর্নীতির জেরে মানুষের এখন শ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তাই, সকলকে সংগঠিত করে নতুন দীশায় চলা সম্ভব, সেই লক্ষ্যে বৈঠক হয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, বেশ কয়েকদিন ধরেই ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের নেতা-কর্মীদের মতামত সংগ্রহ করা হচ্ছে। জাতীয়বাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা রক্ষা করে সংগঠিত শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশে অচিরেই বৃহত্তর সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেওয়া হবে। অবাম ও অবিজেপি বৃহত শক্তি রূপে প্রকাশ পাবে। তাঁর দাবি, ফেব্রুয়ারী মাসেই সেই ঘোষণা দেওয়া হবে। কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সম্পন্ন হলে সম্ভবত, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ত্রিপুরাবাসীর কাছে বার্তা পৌছে যাবে।

এ-বিষয়ে সুদীপ রায় বর্মণও একই সুরে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের দাবীতে অমরপুরে প্রমিলা বাহিনীর সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২৯ জানুয়ারি।। অমরপুর ছবিমুড়া সড়কের গোবিন্দ টিলা এলাকায় শনিবার পানীয় জলের দাবিতে প্রমীলারা পথ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে দীর্ঘক্ষণ ওই সড়কপথে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধ স্থলের দু''পাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ স্থলে ছুটে যান। অবরোধকারীরা অভিযোগ করেছেন, গত ১৫ দিন ধরে ওই এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। জানা গেছে, ওই এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তা প্রশস্ত করার প্রয়োজনে রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পানীয় জলের পাইপ লাইন খুলে ফেলা হয়েছে। সে কারণেই ওই এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়েছে। পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের বিকল্প পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। বেশ কিছুটা দূর থেকে নদীর জল সংগ্রহ করে এই অপরিস্রুত জল পানীয় হিসেবে পান করতে হচ্ছে। এই অপরিস্রুত পানীয় জল পান করে নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে কারণেই ওই এলাকায় বসবাসকারী প্রমীলারা সকাল থেকে জলের কলসি বালতি ইত্যাদি নিয়ে অমরপুর ছবিমুড়া সড়কের গোবিন্দ টিলা এলাকায় পথ অবরোধে শামিল হন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, তারা এই সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় নেতা এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বারবার অবহিত করেছেন। কিন্ত কেউ তাদেরকে সমস্যা সমাধানের সুনির্দিষ্ট কোনো আশ্বাস দিতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে তারা পথ অবরোধ করেছেন।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১১৪ ▫ ৩০ জানুয়ারি ২০২২ ইং ▫ ১৬ মাঘ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অন্যায়কারী সাধারণ ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি সমদোষে দুষ্ট

অনেক কারণে অতি সাধারণ ব্যক্তিও যেমন স্বজনপোষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হইতে পারেন, তেমনই রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিরাও এই দোষে দুষ্ট হইতে পারেন।স্বজনপোষণ থেকে উত্তরণের পথ নিয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। স্বাধীন দেশের জন্য সংবিধান রচনা হইয়াছে। কালের নিয়মে তাহার সংশোধনীও হয়।

এই নয় যে আমাদের সবাইকে এমন সামাজিক কর্মনীতির পক্ষে দাঁড়াইতেই হইবে যাহা সকলের সক্ষমতা সমান করিয়া দিতে চায়, সেই কর্মনীতির অন্যান্য তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন।” বস্তুত, সামাজিক বৈষম্যকে বা সক্ষমতার অসাম্যকে শুধুমাত্র সক্ষমতার সীমাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়া ভবিষ্যৎ কর্মনীতি তৈরি করিতে পারে না। কারণ, তাহাতে নীতি তৈরি সার হইবে। নির্দিষ্ট কোনও সূত্র পাওয়া যাইবে না, যাহা এই সমস্যার অপনয়নে কার্যকর হইবে। দেশের প্রতিটি মানুষকে স্বক্ষম করিয়া তোলা প্রয়োজন এক সক্ষম ভারত গড়িতে। এক সমস্যা থেকে বার করিয়া আনিয়া আরও একশো সমস্যার মাঝখানে দাঁড় করানোর চেষ্টা এখানে কোনও মতে কাঙ্ক্ষিত নয়। যুগ যুগ ধরিয়া প্রিভিলেজ-ভোগীরা এটা ভুলিয়া থাকেন যে, এটা কোনও প্রতিভা নয়। আমরা বিষয়টা ভুলিয়া যাওয়ার ভান করি, অথবা অজ্ঞতায় ও ঈর্ষায় জর্জরিত হইয়া বিষয়টিকে মানিয়া নিতে অস্বীকার করি। মনের গ্রন্থি একটু আলগা করিলে অবশ্যই ধরা পড়িবে, ‘রাজার ঘরে যে মন আছে, টুনির ঘরেও সেই মন আছে।’রাজনীতি একই অঙ্গে নীতির রাজা এবং রাজার নীতি। ভারতের আজকের শাসন ব্যবস্থায় রাজতন্ত্র এক অতীত অধ্যায়। এদেশের সংবিধান সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছে। অতএব, রাজার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার। সুবিশাল দেশ পরিচালিত হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে। কেন্দ্রে যেমন একটি সার্বভৌম সরকার, তেমনি রাজ্যে রাজ্যে থাকে শক্তিশালী সরকার। রাজ্যের উন্নয়ন প্রাদেশিক সরকারের শক্তি ও দক্ষতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। রাজ্যগুলির সমৃদ্ধিই সারা দেশের বিকাশকে সূচিত করে। ক্ষমতা ধরিয়ি রাখিতে শাসককে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন হওয়ার আশায় বিরোধীরাও কিছু কৌশল স্থির করে। তবে সবটাই সংবিধান নির্দিষ্ট বহু দলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নানা স্তরীয় নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষণীয়। এর সঙ্গে পুরনো দিনের সম্মুখসমরের তফাত হইল, এ মূলত নীতির লড়াই। প্রতিটি দলকে মানুষের কাছে যাইতে হয়। জনগণকে বোঝাইতে হয়, কোন নীতিতে তাহারা বাকিদের থেকে আলাদা। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয়। এজন্য প্রত্যেকের অতীত রেকর্ড যেমন তুলিয়া ধরিতে হয়, তেমনি জানাইতে হয় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। এটাইকেই বলা হয় রাজনৈতিক লড়াই। এই সুস্থ লড়াইয়ের ভিতরে হিংসা এবং সংকীর্ণতার স্থান নাই। কিন্তু রাজনীতিতে শত্রুর অবস্থান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই প্রাচীন অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে শত্রুকে বশ করিবার কৌশল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। শত্রু মোকাবিলার চারটি মোক্ষম উপায় জানাইয়াছিলেন প্রখ্যাত কূটকৌশলী চাণক্যসাম, দান, দণ্ড, ভেদ। সাম কথাটির দ্বারা কোনও কোনও শত্রুকে তোষণ বা তাহার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে বলিয়িছেন। প্রয়োজনে দানধ্যানের পথে যাইতে। শত্রুর অপরাধ যদি প্রমাণিত সত্য হয়, তবে তাহার আইনানুগ শাস্তি বিধান করিতে হইবে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন শাসকের অবশ্যকর্তব্য। আর একটি কৌশল হইল শত্রুর মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি। শত্রুরা (আজকের ব্যবস্থায় বিরোধীরা) শাসকের বিরুদ্ধে যাহাতে কোনওভাবেই ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। কারণ, শত্রুরা যত দুর্বলই হোক না কেন, একতা তাহাদের পরাক্রমশালী করিয়া দিতে পারে। চালের ভুল হইলে আপাত শক্তিশালী শাসককেও নাস্তানাবুদ করিয়া দিতে পারে শত্রুদের জোট। এ কোনও কষ্ট কল্পনা নয়। লোকসভা, বিধানসভা-সহ বিভিন্ন নির্বাচনে একাধিকবার ডার্ক হর্সের উত্থান আমরা দেখিয়াছি। তাই আধুনিক রাজনীতিতেও ‘রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্মে বন্ধুধর্ম নাই’ নামক মহাভারতীয় নীতিও আদরণীয়।

কিন্তু এই নীতিকেও অন্যায্য বলা যায় না। এটা তখনই অন্যায় বলিয়া গণ্য হয় যখন একে কলুষিত করিবার চেষ্টা হয়। রাজধর্মে বা রাজনীতিতে পিছনের দরজা মোটেই বীরত্বসূচক নয়। রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা যখন দীনতায় আক্রান্ত হয়, দেউলেপনায় গ্রস্ত হয়, তখনই সংকীর্ণমনা রাজনীতিকের আধিক্য ঘটে। প্রতিযোগী, বিশেষ করিয়া শাসক শ্রেণি রাজনৈতিক লড়াইতে আস্থা হারাইয়া ফেলে। বিরোধী বা শত্রুর মোকাবিলায় অন্যায্য কৌশল নেয়। যেখানেই রাজনৈতিক কৌশল ব্যর্থতার আশঙ্কায় ভোগে সেখানেই তাহারা প্রশাসনের অপব্যবহার করে। ভোটের দিন যত আগাইয়া আসিবে, তাহাদের এই মূর্তি ততই হিংস্র রূপ নিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে শেষ বিচারক মানুষ। লক্ষ চোখে তাহারা সব নজর করে।

ভারতে ১৬৫.০৪-টিকাকরণ সম্পন্ন, কোভিড-টেস্ট পৌঁছল নতুন মাইলফলকে

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে ১৬৫.০৪ কোটির গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে কোভিড-টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৬৬ জন প্রাপক। ফলে ভারতে ১৬৫.০৪-কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,৬৫,০৪,৮৭,২৬০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। ভারতে কোভিড-টেস্ট পৌঁছল নতুন মাইলফলকে, শনিবার সকাল পর্যন্ত ৭২.৫৭-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১৭,৫৯,৪৩৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৭২,৫৭,৭৪,৭০৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৭,৫৯,৪৩৪ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৩২ জন।

সংক্রমণে ফের রেকর্ড আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): কোভিড-সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল আমেরিকা, সংক্রমণের পাশাপাশি এবার দৈনিক মৃত্যুও ৩ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫ লক্ষ ২২ হাজার ৩০০ জন, নতুন করে ৫,২২,৩০০ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আমেরিকায় এযাবৎ ৭৫,২৭১,৪০২ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা ৯.০৫-লক্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,৭৩২ জনের। নতুন করে ২,৭৩২ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৯ লক্ষ ০৫ হাজার ৬৬১ জনের। আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৫,৮০৬,৩৮৮ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২৮,৫৫৯,৩৫৩-এ পৌঁছে।

রাহুল গান্ধী ৩ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ে ”রাজীব গান্ধী গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষি মজদুর যোজনা” উদ্বোধন করবেন

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ”রাজীব গান্ধী গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষি মজদুর যোজনা” উদ্বোধন করতে ৩ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ের রায়পুরে যাবেন। এই প্রকল্পের অধীনে ছত্তিশগড় সরকার গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারকে বার্ষিক ৬ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেবে। গত বছর সেপ্টেম্বরে এই স্কিমের জন্য নিবন্ধন শুরু হয়েছিল।

ছত্তিশগড় সরকারের জনসংযোগ বিভাগ অনুসারে, মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বাঘেল রাজ্য সরকারের তরফে রাহুল গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁর সফরের সময় নওয়া রায়পুরে নির্মিত একটি ”সেবাগ্রাম”-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন।

নেতাজি এবং উপেক্ষিত অনুন্নত সমাজ

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

নেতাজির তার তরুণের স্বর গ্রন্থে আর এক জায়গায় তরুণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, “আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড় সম্প্রদায় নারী সমাজ, উপেক্ষিত তথাকথিত অনুন্নত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বল- তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পুর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও। যে বাঙলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাইবার ভার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছেত্ত অনন্ত, অপরিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং এই নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর তোমাদের নিকট নতুন স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বাঁচিয়া উঠুক। (১৯২৯ সালের ২১ জুলাই হুগলি জেলা ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে) আজ থেকে ৯৩ বছর আগে নেতাজি ছাত্র ও তরুণদের উদ্দেশ্যে যে ফল দিয়েছিলেন, তা আজও সমান প্রাঙ্গিক স্বাধীনতার ৭৫ বছরেও নারীসমাজ আজও বৈষম্যের শিকার, সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষিত হয়নি। এখনও দেশে মহিলারা নিরাপদ নয় প্রতিদিন ধর্ষণের শিকার। মাথাত্ত উচু করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পায়নি জল জঙ্গলের অধিকার। আর কৃষক ও শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিল আজ সেখানেই আছে। বরঞ্চ বর্তমান শাসকদল কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিতেই উদ্ধত। আর দেশের তরুণ ও ছাত্র সমাজের মেরুদণ্ডটাই ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। কর্মসংস্থান নেই, বেকার বাড়ছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ দেশের সমস্ত সম্পদটাই বিজেপি সরকার বিক্রি করে দিতে চাইছে। এই করোনাকালে দেশে ও রাজ্যে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ও তরুণ সমাজ। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাটাই মুখ থুবড়ে পড়েছে। এর থেকে উঠার রাস্তা একটাই নেতাজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি ছাত্র তরুণ ত্ত যুবসমাজ শাসকশ্রেণির এই দেশ বিক্রির রথ, ধর্ম ও রাজনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে একাকার করে ফেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। আজাদ হিন্দ ফৌজ নামটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। নেতাজিত্ত সুভাষচন্দ্র বসুর স্বপ্নের সেনাবাহিনী। আর এই বাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঝাঁসির রানি রেজিমেন্ট ক্যাপ্টেন লকমী স্বামীনাথন (সোয়গলল) ছিলেন যাঁর সর্বাধিনায়িকা। সহআধিক সশস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারী সেনা ছিলেন এই রেজিমেন্ট। যাদের নিজে প্রশিক্ষণ দিতেন স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই রেজিমেন্টে সারা ভারতবর্ষ শুধু নয় , ভারতের বাইরে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয় নারীরা ছিলেন। আজাদ হিন্দের এই নারী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন সম্পন্ন তামিল ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে জানকী থেরর। মুক্তি যুদ্ধের জন্য নিজের কানের হীরের দুল খুলে তুলে দিয়েছিলেন নেতাজির হাতে। পরে তিনি ঝাঁসির রানী বাহিনীতে যোগ দিলেন সৎ বোন পাপাতি ও আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। রেঙ্গুনু ঝাঁসি বাহিনীতে নিজের দুই মেয়ে রমাও নীলমকে নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন লীলাবতী মেটা। পুরোদস্তর সামরিক পোশাকে কাঁধে রাইফেল নিয়ে গান গাইতে গাইতে কুকচাওয়াজ করতে দেখা যেত তাঁক। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই রেজিমেন্টের মেয়েরা কেউ প্রশিক্ষিত হয়ে আসতেন না কিন্ত প্রশিক্ষণের পর আর একবার প্রমাণ রেখেছিলেন। আজাদ হিন্দু ফৌজের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াইয়ে আহত সেনাদের একাহাতে যেমন সেবা কেরেছিলেন তেমনই আবার রাইফেল কাঁধে শিবির পাহারাও দিতেন বেলা। জানা গেছে যোড়শী বেলা দু’হাতে সমান ক্ষিপ্রতায় রাইফেল চালাতে পারতেন। পাশাপাশি সেই সময় নিজের দায়িত্ব নিয়ে প্রায় ৭৫ সৈনিককে একা হাতে সেবা শুশ্রষা করতেন। নেতাজি তার

নেতাজি আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি ছাত্র তরুণ ও যুবসমাজ শাসকশ্রেণির এই দেশ বিক্রির রথ, ধর্ম ও রাজনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে একাকার করে ফেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। আজাদ হিন্দ ফৌজ নামটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা।

প্রত্যেকে হয়ে উঠেছিলেন তুখোড় যোদ্ধা। ক্যাপ্টেন বেলা দত্ত, ঝাসির রানি বাহিনীর অন্যতম কনিষ্ঠ সদস্যা। মাত্র ১৬ বছর বয়সে এই বাহিনীতে যোগ দেন। বাচ্চা মেয়ে তাই বহাল করেছিলেন নেতাজি। সেখানে নিজের দক্ষতার পরিচয় রেখেছিলেন বেলা কিন্তু তাঁর স্বপ্ন ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের, তাইই সর্বাধিনায়কার কাছে আবেদন করেছিলেন অস্ত্র শিক্ষার। তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়েছিল এবং সেখানেও তিনি নিজের দক্ষতার সেবা দেখে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে ছোট্ট মেয়েটিকে তিনি ভারতের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ সেনাদের সঙ্গে তিনিও ধরা পড়েছিলেন, বিচারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। পরে অন্যান্যদের সঙ্গে মুক্তি পাওয়ার পর তার কি হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কোনো তথ্যই আর পাওয়া যায়নি।

নেতাজির আদরের ফ্লোরেত্তনাইটিঙ্গেল। প্রতিমা পাল ছিলেন ঝাসি বাহিনীর আর এক ক্যাপ্টেন। জন্ম ১৯২৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মালয় ও বর্তমান মালয়েশিয়ায়। বাবা প্রবাসী ভারতীয় অটল বিহারী পাল ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। তাই মেয়ের ঝাঁসি বাহিনীতে যোগদানে কোনো বাধা দেননি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে নেতাজির বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ঝাঁসির রানি বাহিনীতে যোদ দেন। বেলা দত্তর থেকে প্রায় এক বছরের ছোট প্রতিমা নিজের কর্মদক্ষতায় ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বেলা বসু মিত্র ছিলেন ঝাঁসি বাহিনীর গুপ্তচর। তিনি জন্মসূত্রে নেতাজির দাদা সুরেশ বসুর কন্যা। নেতাজির ভাইঝি। ১৯৩০ সালে ভাগলপুরে মামাবাড়িতে জন্ম। কাকা সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শমাথায় করে তিনি এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যশোহরের স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিদাস মিত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন স্বাধীনতার বাহিনীকে নিয়ে। তখন দেশে বসে ইংরেজদের গতিবিধির খুটিনাটি খবর সংগ্রহ করতেন এই গুপ্তচর বাহিনী। যাদের মধ্যে বেলা ও তার স্বামী হরিদাসও ছিলেন। সেই. সময় আজাদ হিন্দ বাহিনীর কিছু সেনা পূর্ব এশিয়া থেকে গোপনে ওড়িশার উপকূলে কোনারক মন্দিরের নিকট এসে পৌছান এবং হরিশের সঙ্গে দেখা করেন। হরিদাস প্রথমে গুগচরের কাজ করতে দ্বিধা করলেও স্ত্রী বেলার অনুপ্রেরণায় ও সাহায্যে এই কাজে শুরু করেছিলেন। হরিশ আজাদ হিন্দের গুপ্তচরদের সঙ্গে কলকাতা ও সিঙ্গাপুরে সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে নিয়মিত সিঙ্গাপুরে নেতাজির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না, তিনি ও আরও ২১ জন ধরা পড়েন। বিচারে মৃত্যুদণ্ড হয়। বেলা গান্ধিজির শরণাপন্ন হন। গান্ধিজির অনুরোধে বড়লাট হরিশদের মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। পরে বেলাও ধরা পড়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু চালিকা শক্তি হিসাবে ছাত্র ও তরুণ সমাজকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার তরুণের স্বগের বইতে তরুণদের উদ্দেশে বলেছেন, “মা এবং নারী জাতিকে মাতৃরূপে সন্মান ও ভালোবাসতে না পারলে, দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি হয় না। যে তরুণ তার মা ও মধ্যে দেশ বা দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তি জাগ্রত হবে।” ১২৫ বছর পরও নেতাজি এখনও দেশের তরুণ-তরুণীদের কাছে তারুণ্যের প্রেরণা যোগায়। মোদি সরকারের কাছে দেশের তরুণ, যুব ও ছাত্র সমাজ উন্নয়নের উৎস নয়, ওদের প্রেরণায় উৎস দেশের ধনবাদী শক্তি। এই করোনাকালে দেশের বেকার যুবক- যুবতীদের চাকুরি, কর্মসংস্থান, শিক্ষার দিকে নজর নেই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার পাঠ বন্ধ। অথচ মেলা, ধর্মীয় উৎসব, রামন্দির নির্মাণ, সব চলছে। এই করোনায় কয়েক কোটি মানুষ কাজ হারিয়েছে, কর্মচ্যত হয়েছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আতঙ্কে ভুগে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস নেতাজির আদর্শ বা কর্মপন্থা অবলম্বন করেনি

জয়দীপ মুখার্জি

স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার জন্মলগ্ন থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সব কিছুই অনুকরণ করেছে। কিন্তু হিংসুটে দৈত্যের মতো কংগ্রেস সরকার কখনওই তাঁর নাম বা তার কৃতিত্ব বা ভূমিকাকে জনসমক্ষে স্বীকার করেনি। পাঠককূলকে সবিনেয়ে এ কথাই জানাতে চাই, স্বাধীন বারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে যে দুটি দিনকে রাষ্ট্রীয় দিবস বলে পালন করা হয়, ১) ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা উত্তোলন করা। ২) ২৬ জানুয়ারি স্বাধারণতন্ত্র দিবশে দিল্লির রাজপথে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করা। স্বাধীন ভারতবর্ষের ক্যাবিনেটে প্রথম সিদ্ধান্ত হয়েছিল, প্রত্যেক বছর এই দুটি দিনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানের সঙ্গে পালন করা হবে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর নেতাজির ফিরে আসার আতঙ্ক ভোগা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দ এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান থেকে সুকৌশলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম বাদ দেওয়া হয়। যাতে তাঁর নাম কোনওভাবেই সামনে না আসে সেই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করেছিলেন কংগ্রেসের তৎকালীন ম্যানেজারের। আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিবাদন গ্রহণরত নেতাজির ছবি ভারতীয় জনতার স্মৃতিতেই অবশ্যই রয়েছে। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দু ফৌজের কর্ণধার (প্রধানমন্ত্রী) হিসাবে নেতাজি তাঁর সৈন্যবাহিনীর সামনে সামরিক বেশে অভিবাদন গ্রহণ করেছিলেন। একটি দেশ এবং জাতিকে অনুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে এই সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করা জাতি এবং দেশকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল অন্তত ওই সময়। এবং ভারতীয় হিসেবে সেই কাজটি প্রথম করেছিলেন নেতাজিই। ১৯৪৩ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর এই প্রাজ্ঞতা ও দুরদর্শিতা কংগ্রেসের কোনও নেতার মধ্যে দেখা যায়নি।

সুভাষচন্দ্র বসুই প্রথম ডাক দিয়েছিলেন ‘দিল্লি চলো’ এবং লালকেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকা তোলা। ভারত স্বাধীন হল, কিন্তু নেহরুর চক্রান্তে নেতাজির ঘরে ফেরা হল না। এবং নেহরু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সকাল ৬টায় লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা তুললেন। কিন্তু একবারের জন্যই স্বীকার করলেন না, লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা ছিল এক বঞ্চিত বঙ্গসন্তানের। নেহরুর পথ ধরে এ দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরাও আজও লালকেল্লায় পতাকা তুলে জিতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। নেহরুর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের ধারণা, তাঁরা প্রথম প্রধানমন্ত্রীর রীতিই বহন করে চলেছে। অথচ এই পরিকল্পনা সবটাই নেতাজির মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল, তা ইতিহাসের গবীর অতলেই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোনও জায়গাতেই তাঁর নাম বা পরিকল্পনার কথা ঘুনাক্ষরেও স্বীকার করে না কংগ্রেসের নেতৃত্ব তথা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মূতি স্থানের কথা ভাবেনি তাঁরা। দ্বিতীয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সাল থেকে শুরু হওয়া সামরিক অভিবাদন গ্রহণ করার যে রীতি সেটাও সেই সময় অবিকল অনুকরণ কার হয়েছিল আজাদ হিন্দু ফৌজের অভিবাদনের দৃশ্য থেকেই। কিন্তু সেখানেও চরম উপেক্ষিত হয়েছেন নেতাজি তথা তাঁর আজাদ হিন্দু ফৌজ। যেন মনে হয়, এই কুচকাওয়াচ বা সামরিক অভিবাদনের বিষয়গুলি কংগ্রেসের ম্যানেজারদের সুচারু পরিকল্পনা ছাপ। ছাত্র যুব এবং দেশপ্রেমিকরা এই সামরিক অভ্যর্থনার দৃশ্য দেকে উৎসাহিত হয়েছেন, কিন্তু কংগ্রেস সরকার জনগণকে কখনও জানতে দেয়নি যে ১৫ আগস্ট ও ২৬ জানুয়ারি এই আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের পরিকল্পনা কথা ভাবনার কান্ডারি ছিলেন নেতাজিই। ১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকারের বাহিনীকেত রাস্তায় নামিয়ে প্যারেড করিয়ে সামরিক অভ্যর্থনা গ্রহণ করে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলি সব ব্রিটিশ সরকারকে বার্তা দিতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয়দের এই সমারিক বাহিনী বিশ্বের কোনও সৈন্যবাহিনীর চেয়ে কম নয়। সুভাষচন্দ্র বসুর প্রাজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সর্বজনবিদিতক ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্বেও তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে সমীহ করতেন স্বয়ং গান্ধিজিও। সেই জন্যই ১৯৩৯ সালে তিনি বলেছিলেন, ‘ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে, দেশগড়তে পরিকল্পনার কমিশন গঠন করতে হবে।’

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসীরা সরকার গড়েই পরিকল্পনা কমিশন বা যোজনা কমিশন তৈরি হয়েছিল পরবর্তী সময়ে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুভাষের এই বাবনার কদর বা কৃতজ্ঞতা কোনওটাই স্বীকার কার হয়নি। ভাষার ক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দু হবে, কিন্তু হিন্দি বর্ণমালা তৈরি হবে রোমান হরফে, কিন্তু নেহরু সেই ভাবনা কার্যকর করেনিনি। সেই জন্যই পঞ্চাশের দশকে দক্ষিণ ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অথচ সুভাষচন্দ্র বসুর আতঙ্কে ভুগে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস পার্টি নেতাজির আদর্শ বা কর্মপন্থী অনেকাংশেই অবলম্বন করেনি। যদি তা করা হত তাহলে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের চেহারাই অন্যরকম হত। সুভাষচন্দ্রে মতামত জাতীয় কংগ্রেস গ্রহণ করলে, পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি হত না। কারণ তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় গড়ে উঠুক ভারতবর্ষ। বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর, সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বাশাসিত ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন নেতাজি। স্বাধীনতার সময়ে তাঁর কথা বিবেচনা করলে দেশের দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে অনেকাংশেই আটকানো সম্ভব হত। সুভাষ আতঙ্কে ভোগা ক্ষমতালোভী জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা নেতাজির সম্পূর্ণ ব্রাত্য করে নিজেদের সুবিধামতো মতামত ও ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে স্বাধীনতার এতবছর পরও ভারতবর্ষকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্র সন্ত্রাসবাদের মতো কঠিন সমস্যাগুলির। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিজাতি তত্ত্বের ওপর ব্রিটিশ সরকারের স্বাধীনতার প্রদানের প্রস্তাবের কথা জানান। পরের বছরই কংগ্রেস সবাপতি পদে গান্ধিজি প্রার্থী পট্টভি সীতারামইয়াকে হারিয়ে জয়ী হয়েও স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। সেই সময়ও দেশের জনগণের প্রতি তাঁর সতর্কবার্তা ছিল দেশভাগের।

মাতৃভূমির বিভাজনের পরিকল্পনা যাতে কোনওভাবেই ব্রিটিশ সরকার তথা কংগ্রেসের একাংশ সফল না হয় সেই লক্ষ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের গঠন করেন তিনি। ১৯৪১ সালে কলকাতার বাড়ি থেকে ব্রিটিশ পুলিশকে বোকা বানিয়ে চলে গেলেও, বিদেশে বসেই আপোষহীন স্বাধীনতার কথা দেশবাসীকে নিয়মিত জানিয়ে সজাগ করতেন সুভাষ। কিন্তু ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতায় নেতাজিকে দেশ ছাড়তে হয়, ফলে তারপর ব্রিটিশ সরকারের ভাইসরয় লর্ড মাউন্টবাটেন ও কংগ্রেসের স্বার্থান্বেষীমহলকে আর দেশভাগের সিদ্ধান্তে বেশি প্রতিবাদের সম্মুখীন হতেহয়নি। ফলে একটি ভূখণ্ডকে জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে তিন টুকরো করে স্বাধীনতার প্রথম উৎসব উদযাপিত হয়েছিল। বাংলা ও পাঞ্জাবের স্বাধীনতাকামী মানুষকে নিজভূমে পরবাসী করে ‘রিফিউজি’ প্রতিশব্দের উপহার ছিল স্বাধীনতার প্রাপ্তি। যেখানে ১৯০ বছরের পরাধীনতা কাটিয়ে স্বাধীনতা আনন্দে মাতোয়ারা হওয়া উচিত সমগ্র ভারতবাসীর। সেখানে বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভাজনের নামে সইতে হয়েচিল ভয়াবহ দাঙ্গা। কাল পর্যন্ত যাঁরা ছিলেন আপনজন প্রতিবেশী, আজ দেশ বিভাজনের পর তাঁরাই হল জাতিশত্রু। ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট বিভাজনের সীমারেখা মধ্য দিয়ে আসে বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করে তখন ভারত শাসনের সংবিধান ছিল ১৯৩৫ সালে ইংরেজদের করা ১৯৩৫। সেই ইন্ডিয়া অ্যাক্টের পরিবর্তে বা ভারতবর্ষের সংবিধান লাঘু হয় ২৬ জানুয়ারি ১৫৯০ সালে। এই দিনটিতে দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষিত হয়। নেতাজিকে স্বীকার না করেও তাঁর ভাবনায় লালকেল্লায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন ও সামরিক অভিবাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল নেহরু।

১৯৫৬ সালে ইন্দো-রাশিয়া মৈত্রেয়ী চুক্তি হয়। তারপর দেশীয় অর্থনীতির ভিত না তৈরি করে পুরোপুরি সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যপন্থার অর্থনীতিকে অনুকরণ করেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগে পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধি থেকে শুরু করে রাজীবন গান্ধি ও সেই মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করেছিলেন। ১৯৯০ সালের পর ভারতীয় অর্থনীতি কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ে। সোভিয়েত পতনের পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যুক্তারাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোও সঙ্কটের সম্মুখীন হয় সেইসময়। পরে ১৯৯০ সালের পর ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন হিং নেহরুর ভুল অর্থনীতিকে পুরোপুরি ত্যাগ করে আমেরিকান অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হন এমনকি নেহরু ইন্দরার সোভিয়েত ঘেঁষা পর-রাষ্ট্রনীতিও ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়েছিলেন। মনমোহন সিংয়ের সেই উদার অর্থনীতিও আজ প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তাঁর উদার অর্থনীতি সুফলের থেকে বেশি কুফলই দেশের অজনতাকে ভুগিয়েছে। নেতাজির নীতিকে সম্পূর্ণ পরিহার করে দু’বার আর্থিখ সংস্কারের পথে গিয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেও তা দেশের পক্ষে মঙ্গলময় হয়নি।

‘খবর ৩৬৫ দিন’-এর ২৫ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রাবন্ধিক পাঁচু রায়ের লেখা উপ সম্পাদকীয় প্রকাশ পেয়েছে যে ২৬ জানুয়ারি দিনকেও রাজনতিক কারণেই সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে বেছে নিয়েছিল কংগ্রেস। দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল দলতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা। নেতাজি চেয়েছিলেন পূর্ণ ও আপোষহীন স্বাধীনতা, যা কোনও দলের হবে না, হবে না কোনও জাতির বা কোনও একক ব্যক্তিত্বের। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর ইতিহাসের যে করুণ চিত্র উঠে আসে তা থেকে বোধা যায়, দেশে সেবা নয়, কেবল পারিবারিক ধারা বজায় রেখে গণতন্ত্র কায়েমের নামে দলতন্ত্র খাড়া করাই ছিল লক্ষ্য। তবে ৭০ বছর পর বারতের গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষ আজ বুঝতে শিখছে। এটাই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর কিছুটা হলেও সুফল।

সাধারণতন্ত্র দিবসে আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তপোক্ত করে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নিতে হবে। ভারতের স্বাধীনতায় প্রকৃত আত্মবলিদানকারীদের কোনও রাজনৈতিক দল যাতে আমাদের ভুলিয়ে না দিতে পারে সেই দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিতে হবে। তাই আগামী দিনে যারা দেশের কাণ্ডারী হবে তাঁকে শুধু লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন ও গরমাগরম ভাষণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ না কের সাধারণতন্ত্রকে মজবুত করতে হবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি সুবিচার করবেন কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার পুর পারিষদদের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। ছবি নিজস্ব।

রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রততার সাথে রূপায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। জনকল্যাণে রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দ্রততার সাথে রূপায়ণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্ত অংশের মানুষকে সরকারি প্রকল্পগুলির সুফল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আজ সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে ভিশন ডকুমেন্ট নিয়ে পর্যালোচনা সভায় এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় রাজ্য সরকার ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের জনগণের সার্বিক বিকাশ ও তাদের কল্যাণে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির এ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্য সহ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আগামীদিনের জন্য যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সেই বিষয়গুলি নিয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব।

পর্যালোচনা সভায় রাজ্য সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুযায়ী পরিবহণ দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরাকে পর্যটনের আকর্ষণীয় কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে হেলিকপ্টার পরিষেবার জন্য হেলিপোর্ট নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি আগরতলা এমবিবি এয়ারপোর্ট থেকে আগরতলা শহরে বাস পরিষেবা সহ সাবম এবং নিশ্চিন্তপুরের রেল ইয়ার্ড স্থাপনের কাজ দ্রত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত পর্যালোচনা করার জন্য পরিবহণ দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেন।

পর্যালোচনা সভায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, জনজাতিদের নিজস্ব উৎপাদিত বিভিন্ন ব' সামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি ভালো ডিজাইনার সহ পরামর্শদাতাকে এই ক্ষেত্রে যুক্ত করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সভায় দপ্তরের সচিব আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে ৪টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এবং ১টি একলব্য মডেল ডে বোর্ডিং স্কুল চালু রয়েছে। এছাড়া ৮টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় উপজাতি বিষয়ক মন্ত্রক থেকে ৩টি নতুন একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল স্থাপনের জন্য ম'রি দেওয়া হয়েছে বলে সভায় দপ্তরের সচিব জানান। মুখ্যমন্ত্রী গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশের বিষয়টিও সভার আলোচনায় প্রাধান্য পায়।

পর্যালোচনা সভায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব ভিশন ডকুমেন্ট অনুসারে নেওয়া দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলির বর্তমান অবস্থা এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাওড়া নদীর দুপাশে সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি কাটাখালের উন্নতকরণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ এবং প্রচার সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব। দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচি সমূহ পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী যাত্রা শিল্পকে আরও বৃহৎ পরিসরে তুলে ধরার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ নিতে দপ্তরের সচিবকে পরামর্শ দেন। এছাড়াও তিনি পুতুল নাচের শিল্পকে প্রসারিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মেলা ও উৎসব নিয়ে একটি কপি টেবল বই প্রকাশ করার বিষয়ে সভার আলোচনায় প্রাধান্য পায়। সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের লক্ষ্য অনুসারে পর্যটন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিগুলিও সভায় পর্যালোচনা করা হয়। কর্মসূচি সমূহ পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের চালু পর্যটন সহায়ক প্রকল্পে যে সকল ব্যক্তিদের পর্যটন পরিষেবায় ব্যবসা চালু করার জন্য ঋণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে বসে আলোচনার মাধ্যমে উৎসাহিত করার জন্য দপ্তরকে পরামর্শ দেন। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী কসবা কালীমন্দির এবং খয়েরপুরের চোদ্দদেবতা মন্দিরের আরও উন্নতিকল্পে নতুন প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিভিন্ন কর্মসূচির পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাবার ট্যাপারদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও রাবার শিটের গুণমান উন্নয়নের উপর আরও বেশি পরিমাণে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য দপ্তরের সচিবকে পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রে তিনি রাবারের উপর মিনি মিশন প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলেন। এছাড়াও তিনি রাজ্যের চা বাগানগুলিকে সমবায়ের সাথে সংযুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেন।

পর্যালোচনা সভায় খাদ্য দপ্তরের সচিব দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি নিয়ে আলোচনা করে বলেন, রাজ্যে বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে রেশন সংগ্রহ করছে নাগরিকরা। মার্ট রেশন কার্ড দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইতিমধ্যে ১৫৩টি রেশন শপ পরিচালনার জন্য মহিলাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রেশন শপগুলিতে হোম ডেলিভারি পরিষেবা চালু করার জন্য দপ্তরের সচিবকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন। সভায় মুখ্যসচিব কুমার অলক উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও রাজস্ব, সংখ্যালঘু কল্যাণ, ওবিসি কল্যাণ, অর্থ, সাধারণ প্রশাসন (অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস), বি'ান ও প্রযুক্তি, ট্রাইবেল রিসার্চ অ্যাণ্ড কালচারেল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বিভিন্ন দপ্তর সরকারের ভিশন ডকুমেন্টের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে এবং আগামীতে যে সকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব এবং সচিবগণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

আবারো অসম ত্রিপুরা সীমান্তে আটক পঁচিশ লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জানুয়ারি।। আবারো রাজ্য পেরিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম পুলিশের হাতে আটক পঁচিশ লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা।সাথে আটক ছয় চাকার লরি সমেদ চালক ও সহ-চালক।ধৃতরা হল উত্তম দেবনাথ (৩৭) ও হিরু দে(২৫)। উভয়ের ঘর ছামনুর সাহা কলোনি এলাকায়।অসম পুলিশ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতদের তাদের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে। রবিবার ধৃতদের করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করবে অসম পুলিশ।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, শনিবার রাত আটটা নাগাদটট্র০১চ/১৮৪৭ নম্বরের ছয় চাকার লরি ত্রিপুরা পেরিয়ে অসমে প্রবেশ করলে অসম পুলিশ উক্ত লরিতে তল্লাশি চালায়।অসম ত্রিপুরা সীমান্তে অবস্থিত চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে কনস্টেবল পিন্টু নাথ ও রাজিব সিং উক্ত লরিতে তল্লাশি চালিয়ে লরির ক্যাপ ও কেভিন থেকে সাতাশ প্যাকেটে দুইশো পঁয়তাল্লিশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।তল্লাশি চলাকালীন সময় আটক করা হয় চালক উত্তম দেবনাথ(৩৭) পিতা সুবল দেবনাথ ও সহ-চালক হিরু দে(২৫) পিতা মৃত দুলাল দে কে। উভয়ের বাড়ি ছামনুর সাহা কলোনি এলাকায় বলে জানা গেছে।অসম পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা সহ লরি ও চালক, সহ-চালককে অসম পুলিশের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ জারি রেখেছে।রবিবার ধৃতদের করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করবে বলেও জানায় অসম পুলিশ। এদিকে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস জানান, তাদের রুটিন তল্লাশিতে উক্ত সাফল্য আসে। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য পঁচিশ লক্ষ টাকা হবে বলেও জানান ইনচার্জ।তিনি আরো বলেন,ধৃতরা পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা গুলি লংতরাই থেকে লোড করে গৌহাটির উদ্যেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।লংতরাই এলাকার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি ডি আই গাড়ি দিয়ে উক্ত গাঁজা গুলি এনে লরিতে লোড দেওয়া হয়।

বাড়ি ফেরার পথে স্কুটি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালক ও আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ জানুয়ারি।। বাড়ি ফেরার পথে স্কুটি দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চালক ও আরোহী। বর্তমানে চালক দিপীকা দেবনাথ ও আরোহী প্রিয়বালা নাথ জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন ধর্মনগর-পানিসাগর সড়কের কৃষ্ণপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ কাজ শেষে ধর্মনগর থেকে টিআর-০৫ই-৮৬৬৮ নম্বরের স্কুটি নিয়ে তিলথৈ নিজ বাড়ি ফিরছিলেন দিপীকা দেবনাথ ও তার বান্ধবী প্রিয়বালা নাথ। কিন্তু ধর্মনগর-পানিসাগর সড়কের কৃষ্ণপুর এলাকায় যাবার পর তাদের সামনে থাকা একটি মটর সাইকেল আচমকা ব্রেক কষে।তাতে করে স্কুটি টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দূর্ঘটনা গ্রস্ত হয়।আর তাতে স্কুটি চালক ও আরোহী পিচ রাস্তার উপর ছিটকে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি খবর দেন ধর্মনগর দমকল অফিসে।দমকল কর্মীরা অকুস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে চালক ও আরোহী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও চালক দিপীকা দেবনাথের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ অকুস্থল থেকে দূর্ঘটনা গ্রস্থ স্কুটি টি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।সাথে একটি পথদূর্ঘটনার মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে,বাইক চালকের আচমকা ব্রেক কষার কারনেই স্কুটিটি দূর্ঘটনা গ্রস্ত হয়েছে।তবে দূর্ঘটনা সংঘটিত করে বাইক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে রৌমারী সীমান্তে ভারতীয় নাগরিক আটক

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ জানুয়ারী।। বাংলাদেশে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে পসান আলী (৩৩) নামে ভারতীয় এক নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদশ (বিজিবি)। শনিবার সকাল ৯টার দিকে বাংলাদেশের রৌমারী উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ডিগ্রিরচর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের কাছ থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক ভারতীয় নাগরিক সীমান্তে চোরাচালানীর সঙ্গে জড়িত বলে বিজিবি নিশ্চিত করেছে। আটক পসান আলী ভারতের আসাম রাজ্যের ধুবরী জেলার সুখচর থানার কুয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত ছাত্তার আলীর ছেলে। দাঁতভাঙ্গা বিজিবি ক্যাম্পের সুবেদার খালেদুর রহমান জানান, শুক্রবার রাতে নদী পথে অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেন ভারতীয় নাগরিক পসান আলী। এসময় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সীমান্তে টহলরত বিজিবির সদস্যরা তাকে আটক করেন। তিনি আরও জানান, আটক ব্যক্তি চোরাচালান ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এবং আটকের পর শনিবার দুপুরে তাকে রৌমারী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

রৌমারী থানার ওসি মস্তাছের বিল্লাহ বলেন,ভারতীয় নাগরিক পসান আলীর বিরুদ্ধ অবৈধ অনুপ্রবেশর দায়ে মামলা হয়েছে। রোববার তাকে কুড়িগ্রাম জেলহাজতে পাঠানো হবে।

রাতের আধারে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে পুড়ে মারার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর,২৯ জানুয়ারি।। দরজা, জানালায় আগুন লাগিয়ে পরিবারের সকলকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তরের যুবরাজনগর বিধানসভার রাধাপুর এলাকায়।সানীয় রাধাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রাক্তন উপপ্রধান রসেন্দ্র নাথের বাড়িতে শুক্রবার মাঝরাতে কে বা কারা দরজা জানালায় আগুন ধরিয়ে দেয়।বরাত জুড়ে রক্ষা পান রসেন্দ্র নাথ ও তার বৃদ্ধা মা স্ত্রী সহ দুই সন্তান। গৃহস্থ রসেন্দ্র ও তার স্ত্রী জানান, শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তাদের বসত ঘরের দরজা জানালা ও বারান্দার মেঝেতে কে বা কারা পিচ ও কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।ঘরের দরজা জানালা হেভি থাকাতে আগুনের বিস্তার ঘটেনি।আর তাতে বরাত জুড়ে রক্ষা পান পরিবারের লোকজন।তারা আরো জানান, বিগত ছয় জানুয়ারি রসেন্দ্র নাথের স্ত্রীর হোয়াটসঅ্যাপে একটি অজ্ঞাত পরিচয়ের ৮২৫৮৮৯৪৮৭৬ মোবাইল নম্বর থেকে রাজনৈতিক সম্বন্ধিত গালি গালাজ ও প্রান নাশের কিছু ম্যাসেজ আসে।পরবর্তীতে উক্ত মোবাইল নম্বরটি ট্রুকলারে সার্চ করলে আশু পাল নামটি বেরিয়ে আসে। যদিও গৃহস্থ আশু পালকে চিনতে পেরেছেন বলেও জানান। পরবর্তীতে উক্ত মোবাইল নম্বর সহ আগুনে পুড়ে মারা ঘটনাটি লিখিত আকারে ধর্মনগর থানায় জানান। সানীয় থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।তবে কি কারনে রাতের আধারে গোটা পরিবারকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল তা রসেন্দ্র নাথের পরিবারেরও অজানা। পাশাপাশি রাতের আধারে এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে গোটা রাধাপুর এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ছিনতাইয়ের কবলে ভারতীয় ২ শিক্ষার্থী, গ্রেপ্তার ৭

মনির হোসেন,ঢাকা,২৯ জানুয়ারী।। বাংলাদেশে অধ্যয়নরত ২ ভারতীয় শিক্ষার্থী ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময় ছিনতাইয়ের কবলে পড়ে গত রোববার ভোরে। ছিনতাইকারীদের গতকাল শুক্রবার গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার ঢাকা ও কেরানীগঞ্জ এলাকা থেকে লুণ্ঠিত মালামালসহ ৭ ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দারা।

পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় ছিনতায়ের মামলা হলেও আসামি গ্রেপ্তারের পর জানা যায়, তারা একটি সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য। গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছেন—মো. ফখরুল ইসলাম ফকু, মো. আলমাস, মো. সামুন, আব্দুল্লাহ আল ইউসুফ আহম্মেদ, মো. শাহিন, মো. বাবু এবং মো. শফিকুল ইসলাম। তারা দেশীয় অস্ত্রের মুখে ২ ভারতীয় শিক্ষার্থীকে জিম্মি করে ৫৭ হাজার ভারতীয় রুপি, ৭ হাজার ৬০০ বাংলাদেশি টাকা, ১ ট্রলি ব্যাগ, ১টি হ্যান্ডব্যাগ, ১টি ল্যাপটপ ও ২টি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মাহবুব আলম ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে শনিবার এসব তথ্য জানান। ছিনতাইকৃত মালামাল ছাড়াও গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাই ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত ১টি প্রাইভেটকার, ২টি চাপাতি, ১৭টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। ডিবি কমকর্তা জানান, গত ২৩ জানুয়ারি ডা. সিরাজুল মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালের শিক্ষার্থী শাহীল আহমেদ ও আসিফ ইকবাল (২ জনই ভারতীয় নাগরিক) ২ সপ্তাহের ছুটিতে ভারতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভোর সোয়া ৫টার দিকে গ্রামীণ চেক শোরুমের সামনে পৌঁছালে একটি সাদা রংয়ের প্রাইভেটকার তাদের গতিরোধ করে। প্রাইভেটকারটি থেকে ৪ জন তাদের ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থীদের গলায় চাপাতি ধরে এবং অপর ২ জন মালামাল ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনার দিনই রমনা মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়।

মাহবুব আলম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা ডাকাতির ঘটনায় তাদের সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছে। ডিবি কর্মকতা জানান, ডাকাতিতে ব্যবহৃত প্রাইভেট কারটি একজন ডাক্তারের। গাড়িটির ড্রাইভার তার পরিচিত আরেক ড্রাইভারের কাছে গাড়িটি ভাড়া দেন। সেই ভাড়া গাড়ি নিয়েই ছিনতাই ও ডাকাতিতে নামে চক্রটি। তবে, এ ঘটনায় গাড়ির মালিক কিংবা তার ড্রাইভারের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি।

উত্তরপ্রদেশে বড় অপরাধীদের টিকিট দেওয়ার প্রতিযোগিতায় এসপি, বিএসপি: যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশ বিধাসভা নির্বাচনে বড় অপরাধীদের টিকিট দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে সমাজবাদী পার্টি আর বহুজন সমাজবাদী পার্টি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী দলগুলিকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবার তিনি বলেন, সবচেয়ে বড় অপরাধীদের টিকিট দেওয়ার বিষয়ে সমাজবাদী পার্টি (এসপি) এবং বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে।

একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সবচেয়ে বড় অপরাধীদের টিকিট দেওয়ার জন্য এসপি এবং বিএসপির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। এই অপরাধীরা যদি এমএলএ হয়ে যায় তবে তারা বন্দুক তৈরি করবে এবং উন্নয়ন আনবে না।

তিনি আরও বলেন, 'সমাজবাদী পার্টি অপরাধীদের টিকিট দিচ্ছে। মোরাদাবাদ থেকে তাদের প্রার্থীদের দেখুন। তাদের একজন বলেছিলেন, আফগানিস্তানে তালেবানদের দেখে ভালো লাগছে। তালেবানরা মানবতার বিরুদ্ধে। তারা নির্লজ্জভাবে একে সমর্থন করছে এবং টিকিট দিচ্ছে।'

'সমাজবাদী পার্টি সরকারে যদি কোনো উন্নয়ন হয়, তবে তা শুধু কবরস্থানের সীমানা। মুজাফফরনগর দাঙ্গায় ৬০ জনেরও বেশি হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছিল এবং ১৫০০-র বেশি হিন্দুকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। এটাই সমাজবাদী পার্টির পরিচয়। প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে, প্রথম দফার ভোট হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফার ভোট ১৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় দফার ২০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ দফার ২৩ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম দফার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ দফার ভোট ৩ মার্চ এবং সপ্তম পর্ব ৭ মার্চ।

এটাহ থেকে সপা-কে কটাক্ষ নাড্ডার, বললেন অনেকে কৃষক নেতা হওয়ার চেষ্টা করেছেন

এটাহ, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের এটাহ থেকে সমাজবাদী পার্টিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। আক্রমণ করেছেন উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারগুলিকেও। নাড্ডার কথায়, উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারগুলি শিলান্যাস করার পর সেই প্রকল্প সম্পর্কে ভুলেই যেত। শনিবার উত্তর প্রদেশের এটাহ-তে ভোটার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল, যা বিচারাধারার ভিত্তিতে চলে। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দল পরিবারতন্ত্র, বংশবাদের দলে পরিণত হয়েছে। বিজেপি এমনই একটি দল, যে দল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারে, যা বলা হয়েছিল তাই করা হয়েছে এবং যা বলবে তাই করবে। সমাজবাদী পার্টি কী তা বলতে পারবেন? তিনি (অখিলেশ যাদব) বলেছিলেন উন্নয়ন করবেন, কিন্তু এনেছেন মাফিয়ারাজ। আইনশৃঙ্খলার উন্নতির কথা বললেও, বালি মাফিয়া, মাইনিং মাফিয়া, সন্ত্রাসীদের মদত দিয়েছে।'

উত্তর প্রদেশের পূর্বতন সরকারকে আক্রমণ করে নাড্ডা বলেছেন, পূর্বতন সরকারগুলি শিলান্যাস করার পর সেই প্রকল্প সম্পর্কে ভুলে যেত। ফাইলে ধুলো খেত সেই পরিকল্পনা। কোনও কাজ হত না। বর্তমানে উত্তর প্রদেশের চিত্র পাল্টে গিয়েছে। এখানে হাইওয়ে, এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা হয়েছে। আমরা যে প্রকল্পের শিলান্যাস করি, তা পূরণও করি।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'যারা কৃষকের কোনও উপকার করেনি, তারা এখন মুঠোয় শস্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে কৃষক নেতা হওয়ার চেষ্টা করেছেন, অনেকে নিজেদেরকে কৃষক নেতা বলে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মোদীজি কৃষকদের জন্য যে কাজ করেছেন তা কেউ করেননি।'

শনিবার বিদ্যুৎ নিগম অফিসে ঠিকেদারদের বিক্ষোভ। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

শতচেষ্টা করেও চুল বৃদ্ধি হচ্ছে না

বড়লোকের বিটি লো, লম্বা লম্বা চুল. গানের কলিতেই মিশে আছে রূপের সৌন্দর্য। পুরনোদিনের কথা অনুযায়ী, মেয়েদের লম্বা চুল রাখা সবসময়ই রুচিশীল বলে মনে করা হয়। শোভনীয়, শুভ বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে লম্বা চুল একটি ফ্যান্টাসিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিতি মেয়েই চান তাঁর ঘন কালো লম্বা চুল থাকুক। স্টাইলের জন্য তো বটেই, স্বাস্থ্যকর জীবনধারার লক্ষণও বটে এটি। কিন্তু আপনি চুল বাড়াবেন কীভাবে? একটি নির্দিষ্ট দৈঘর্রে মধ্যে চুল বৃদ্ধি করা বর্তমানে বেশ চ্যালেঞ্জের ব্যাপার।

এমন একাধিক কারণ রয়েছে, যার কারণে অনেকেই চুল বৃদ্ধি করতে পারেন না। আবার অনেক অভ্যাস আছে, যেগুলিতে চুলের স্ট্র্যান্ডগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিসের কারণে তাহলে চুল বৃদ্ধিতেসমস্যা তৈরি হয় তার কয়েকটি কারণ জেনে নিন।

প্রথমেই দেখা উচিত আপনি দিনে কতটা পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ গ্রহণ করছেন। ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতিতে লম্বা ও ঝলমলে চুল শরীরে যথেষ্ট পুষ্টির লক্ষণ। আপনার ডায়েট চার্টে আয়োডিন, জিঙ্ক, ভিচামিন বি, ওমেগা ৩ ও আয়রন সঠিক মাত্রায় রয়েছে কিনা তা খেয়াল রাখুন। বিশেষ করে আয়রন ভাল চুল বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে কোন ঘাটতির জন্য চুল বৃদ্ধি হচ্ছে না রক্ত পরীক্ষা করলেই জানা যাবে। তবে তার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

--- মাথার ত্বকের যথেষ্ট যত্ন নেওয়া দরকার। আপনার চুলের যত্ন নেওয়ার সময় ত্বকে যাতে পুষ্টি প্রবেশ করে তা দেখতে হবে। সঠিক শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। শ্যাম্পুর মাধ্যমেই মাথার ত্বকে মাসাজ করুন। চুলের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করতে মাথার ত্বকে ঘন ঘন ব্রাশ করুন। তাতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি হয় অতিরিক্ত ঘাম ও তৈলাক্ততা দূর হয়। মাথার ত্বকে থাকা প্রাকৃতিক তেল ব্রাশের কারণে গোটা মাথায় ছড়িয়ে পড়ে।

— চুলের আগা ফেটে যাওয়ার মত সমস্যা তৈরি হলে চুল ধীর ধীরে বৃদ্ধি হয়। তবে দ্রুত তা ভেঙে যায়। সাধারণত অতিরিক্ত তাপ ও রঙের কারণে চুলের আগা ভেঙে যায়। আপনি যদি আপনার চুল বাড়ানোর চেষ্টা করেন প্রথমে চুলের ভেঙে যাওয়া অংশগুলি ছেঁটে ফেলতে হবে।

— চুল ধীর গতিতে গজাতে শুরু করার কারণ হল অত্যাধিক তাপ। প্রচণ্ড তাপ ও প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার করলে স্বাভাবিকভাবে চুলের ট্রেসগুলির উপর প্রভাব পড়বে। গরমের কারণে চুল যেমন ভেঙে যায়, তেমনি ফেটেও যায়। তাপ আর্দতা হ্রাস করে। চুলে এমন সমসা দেখা দিলে দ্রুত চিকিতা শুরু করতে পারেন। এমন কিছু ব্যবহার করেন, যাতে চুলে আর্দতা ও হাইড্রেশন যুক্ত হয়। নিয়মিত হেয়ার মাস্ক, কন্ডিশনার ও তেল ব্যবহার করার রুটিন মেনে চলুন।

— চুলের সমস্যার জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে, তা হল জেনেটিক্স। চুল সাধারণত তিন পর্যায়ের চক্রে বৃদ্ধি পায়। শীতের তুলনায় গ্রীষ্মকালে চুল দ্রুত বাড়ে। এই পর্যায়টি সাড়ে তিন বছর স্থায়ী থাকতে পারে। আনার অনেকের এই পর্যায়টি প্রায় সাত বছর ধরেও চলতে পারে। একে বলে অ্যানাজেন ফেজ। এর পরে ক্যাটাজেন ফেজ, অ্যানাজেন পর্বের পরই শুরু হয়। এট একটি ট্রানজিনাল ফেজ যা প্রায় ১০ দিন স্থায়ী হয়। এর পর আসে টেলোজেন ফেজ। যাকে বিশ্রামের পর্যায় বলা হয়। এই সময় চুল পড়ে যায়, ঝড়ে যায় ও ফলিকলগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

উচু পার্বত্য অঞ্চলের রাজা দেশীয় সংস্থা এর তৈরি হেলিকপ্টার

যুদ্ধের ময়দানে স্থলসেনাকে সাপোর্ট দেবার ক্ষেত্রে অ্যাটাক হেলিকপ্টারের জুড়ি মেলা ভার। ভারতের কাছে ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টারের অভাব বহুদিন ধরেই ছিল যার জন্য ভারত ইতিমধ্যে আমেরিকা থেকে ২৮ টি অ্যাপাচি হেলিকপ্টার কিনেছে, ভবিষ্যতে আরও অ্যাপাচি হেলিকপ্টার কেনা হবে। তবে শুধু বিদেশের উপর নির্ভর করেই নেই ভারত, হিন্দুস্তান এরোনটিকস লিমিটেড বা হ্যাল ভারতের সেনাবাহিনীর জন্য একটি বিশেষ মাস্টারপিস হেলিকপ্টার তৈরি করেছে যার নাম এলসিএইচ বা লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার। ১৯৯০ এর শেষের দিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কারগিল যুদ্ধ শুরু হয়। এইসময় উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে শত্রুর অবস্থানের উপর সঠিক বোম্বিং এর জন্য ভারতের কাছে কোন ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টার ছিল না।

সেই সময় ভারতের কাছে মিল মি -২৪ হিন্দ হেলিকপ্টার ছিল যা উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে অ্যাটাকের জন্য উপযোগী ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ভারত কিছু পুরোনো এমআই ১৭ হেলিকপ্টারে রকেট পড লাগিয়ে ব্যবহার করে কিন্তু এমআই ১৭ কোনওদিনও ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টার না তাই যুদ্ধে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। পাকিস্তান ভারতের একটি এমআই ১৭ হেলিকপ্টার কে শুট ডাউন করে, যাতে হেলিকপ্টারে থাকা সমস্ত ক্রুরা মারা যায়। এরপরেই ভারত ঠিক করে একটি ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টার তৈরির। তাছাড়া ভারতের চিতা ও চেতক হেলিকপ্টার গুলোর রিপ্লেসমেন্ট ও দরকার ছিল।

২০০৪ সালের মাঝামাঝি হিন্দুস্তান এরোনটিকস লিমিটেড বা হ্যাল জানায় তারা ধ্রুব হেলিকপ্টারের উপর বেসড করে একটি লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার ডিজাইন করার ব্যাপারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে আলোচনা করছে। সেই বেছরেরই শেষের দিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদেশ থেকে লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার কেনা বাদ দিয়ে হ্যালের উপরই আস্থা রাখে। ২০০৬ সালে হ্যাল জানায় তারা এলসিএইচ তৈরি করছে এবং ভারত সরকার সেসময় এই প্রজেক্টে ফান্ডিং করে। হ্যাল ধ্রুব হেলিকপ্টারের উপর বেসড করে, যা ১৯৯০ সালে তৈরি শুরু হয়ে ২০০০ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী তে যুক্ত হয়, এলসিএইচ ডিজাইন করে।

২০১০ সাল পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী এলসিএইচ প্রজেক্টে খরচ হয় প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলার বা ৩৭৬ কোটি টাকা। ২০১০ সালে ভারতীয় বিমানবাহিনী ৬৫ টি ও সেনাবাহিনী ১১৪ টি এলসিএইচ কিনবে বলে ঠিক করে। ২০০৭ সালের ২১ জুন তৎকালীন হ্যালের চেয়ারম্যান অশোক বাওয়েজা জানায় ২০০৮ সালের অক্টোবরে প্রথম এলসিএইচের ফ্লাইট টেস্ট হবে। নভেম্বর, ২০০৮ এ হ্যাল জানায় প্রথম ফ্লাইট ২০০৯ সালের মার্চ মাসে হবে এবং ইনিশিয়াল অপারেশন ক্লিয়ারেন্স বা আইওসি ২০১০ এর ডিসেম্বরে ও ফাইনাল অপারেশনাল ক্লিয়ারেন্স এফওসি ২০১১ সালে পাওয়া যাবে। কিন্তু ২০০৯ এর ফেব্রুয়ারিতে হ্যাল জানায় সাপ্লাই এর সমস্যা হওয়ায় ফ্লাইট টেস্ট আরও ছয় মাস পিছিয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত ২০১০ সালের জানুয়ারী তে প্রথম এলসিএইচ প্রোটোটাইপের সফল গ্রাউন্ড টেস্টিং হয় এবং মার্চে প্রথম ফ্লাইট টেস্ট হয়। ২৯ মার্চ, ২০১০ প্রথম এলসিএইচ এর টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটর টিডি-১ ব্যাঙ্গালোরে হ্যালের হেলিকপ্টার কমপ্লেক্সে ২০ মিনিটের ফ্লাইট টেস্ট করে। ১২ নভেম্বর, ২০১৪ সালে তৃতীয় এলসিএইচ প্রোটোটাইপের প্রথম ফ্লাইট টেস্ট হয়। তৃতীয় এলসিএইচ প্রথম ভার্সনের থেকে অনেক হালকা হয়। এরপর এলসিএইচ এর চতুর্থ প্রোটোটাইপ টিডি-৪ তৈরির কাজ শুরু হয় এই টিডি-৪ এ ওয়েপনস ও সেন্সর টেস্টিং এর কাজ শুরু হয়। টিডি-৪ তৈরির জন্য ভারত সরকার ১২৬ কোটি টাকার অর্থ সাহায্য দেয়। ২০১৫ সালেহাইঅল্টিটিউডে মাইনাস ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এলসিএইচের টেসিং হয়। এই সময় ১৩,৬০০ - ১৫,৮০০ ফুট উচ্চতায় সিয়াচেনে এলসিএইচের প্রথম ল্যান্ডিং হয়, পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু যুদ্ধক্ষেত্র সিয়াচেনে এই প্রথম কোন ডেডিকেটেড অ্যাটাক হেলিকপ্টার অবতরন করে, এটা একটা রেকর্ড। সেই বছরই জুন মাসে যোধপুরে ৩৯-৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এলসিএইচের হট ওয়েদার টেস্টিং হয়। শেষ পর্যন্ত ২৬ আগস্ট, ২০১৭ তে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুন জেটলি এলসিএইচ এর ফুল স্কেল প্রোডাকশন শুরু করে। অবশেষে সমস্ত ওয়েপনস টেস্টিং এর পর ২০২০ এর ফেব্রুয়ারিতে এলসিএইচ পুরোপুরি প্রোডাকশনের জন্য তৈরি হয়। সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জন্য মোট ১৬২ টি এলসিএইচ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। প্রথমিক ভাবে হ্যাল ১৫ টি লিমিটেড সিরিজ এলসিএইচ তৈরি করছে যা ২০২২ এর মার্চের মধ্যে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ২০২১ এর জুলাইয়ে হ্যাল তিনটি এলসিএইচ ভারতীয় বায়ুসেনার হাতে তুলে দিয়েছে।

এলসিএইচ এর ডিজাইন করেছে হ্যালের রোটারি উইং রিসার্চ এন্ড ডিজাইন সেন্টার। মাল্টিরোল অ্যাটাক হেলিকপ্টার এলসিএইচ কে ডিজাইন করা হয়েছে বিশেষভাবে পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করার জন্য। এলসিএইচের ককপিটে দুজন পাইলট থাকতে পারে। অ্যান্টি ইনফ্রেন্টি ও অ্যান্টি আর্মর রোলের পাশাপাশি কাশ্মীর ভ্যালীতে অ্যান্টি টেরর অপারেশনেও একে ব্যাবহার করা হয়। শত্রুর এয়ারডিফেন্স ও ড্রোনের বিরুদ্ধেও দক্ষতার সাথে লড়াই করতে সক্ষম এই হেলিকপ্টার। দিনে ও রাতে সমান ভাবে অভিযান চালাতে সক্ষম এলসিএইচে রয়েছে একটি ডিজিটাল প্রটেকশন সিস্টেম। হ্যাল ধ্রুব হেলিকপ্টারের অনেক টেকনোলজি রয়েছে হ্যাল এলসিএইচে। যেমন উভয়ই হ্যালের তৈরি শক্তি ইনিন ব্যবহার করে। এই শক্তি ইনিন আবার ফ্রান্সের স্যাফরনের এরডিডেন ইনিনের লাইসেন্স কপি। এলসিএইচ ১৯,৭০০ থেকে ২১,৩০০ ফুট উচ্চতাতেও অভিযান চলাতে সক্ষম, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কমব্যাট হেলিকপ্টার অ্যাপাচিও এটা পারে না। সুইডেনের সাবের তৈরি একটি বিশেষ ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সুট এলসিএইচে ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে রেডার ওয়ার্নিং রিসিভার, লেজার ওয়ার্নিং রিসিভার এবং একটি মিসাইল অ্যাপ্রোচ ওয়ার্নিং সিস্টেম। এলসিএইচে অনবোর্ড সেন্সর সুট হিসাবে এলবিট কমপাস সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে, এই সুট ভারত ইলেকট্রনিক লিমিটেড ভারতে তৈরি করে টেকনোলজি নিয়ে। ১৫.৮ মিটার লম্বা এলসিএইচের পেলোড বহন ক্ষমতা ৭০০ কেজি, সর্বোচ্চ গতি ২৬৮ কিমি/ঘন্টা। এলসিএইচের কমব্যাট রেঞ্জ ৫৫০ কিলোমিটার এবং এটি একটানা ৩ ঘন্টা ১০ মিনিট অপারেশন চালাতে সক্ষম। এলসিএইচে অস্ত্র হিসাবে রয়েছে ফ্রান্সের নেক্সটারের তৈরি একটি ২০ মিলিমিটার এম ৬২১ ক্যান। এলসিএইচের চারটি হার্ড পয়েন্ট রয়েছে যাতে ৪৮ টি ফ্রান্সের থ্যালসের তৈরি এফজেড২৭৫ লেজার গাইডেড রকেট অথবা এমবিডিএর তৈরি ৮ মিস্ত্রাল এয়ার টু এয়ার মিসাইল অথবা ডিআরডিও এর তৈরি আটটি ধ্রুবাস্ত্র অ্যান্টি ট্যাংক গাইডেড মিসাইল ব্যবহার করা সম্ভব। তাছাড়া এলসিএইচ বিভিন্ন ধরনের ক্লাস্টার মিউনেশন, আনগাইডেড বোম্ব, গ্রেনেড লঞ্চার বহন করতে সক্ষম।

এক্স-রে ব্যবহার করে ২ ঘণ্টায় কোভিড টেস্ট, ৯৮ শাতাংশ নির্ভুলতা

বছর শেষ হওয়ার লগ্নেই দেশে কোভিডের তৃতীয় ডেউ আছড়ে পড়েছিল। নিত্যদিন পজিটিভিটি রেট বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে উপসর্গ দেখা দিলে, বাইরে বেরিয়ে কোভিড টেস্ট করাটাও কম ঝুঁকিপূর্ণ নয়। আবার বাড়িতে টেস্ট করতেও সময় লেগে যাচ্ছে। এমনকি বাড়িতে টেস্ট করার জন্য যে কিটগুলি রয়েছে, সেগুলিও সেরকম কার্যকর নয় বলে দাবি করেছেন অনেকে।

সেই সব কথা মাথায় রেখে স্কটিশ রিসার্চাররা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর কোভিড ১৯ টেস্টিং পদ্ধতি (ঞ্জঞ্জ স্কখন্ত্রত্ম ঞ্জদ্রন্থত্ম ১৯ঠত্রম্ন্ঠ) ডেভেলপ করেছেন, যাতে কাজে লাগবে ব্যক্তির এক্স-রে (ড়-ট্রথা) ছবি। গবেষকরা দাবি করেছেন, বর্তমানে চালু পিসিআর টেস্টের থেকেও নিখুঁত এবং দ্রুততার সঙ্গে কোভিডের রিপোর্ট দিতে পারবে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি।

কতক্ষণে কোভিড টেস্ট?

ইউনিভার্সিটি অফ দ্য ওয়েস্ট অফ স্কটল্যান্ড-এর গবেষকরা এই প্রযুক্তি নিয়ে এসেছেন। নিখুঁত ভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই করোনাভাইরাস টেস্ট করতে সক্ষম হবে এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নির্ভর প্রযুক্তি। গবেষকরা জানিয়েছেন, এই পদ্ধতিতে কোভিড টেস্ট হতে সময় লাগবে মাত্র ২ ঘণ্টা। সেই সঙ্গে ৯৮ শতাংশ অ্যাকিউরেসি পাওয়া যাবে। মনে করা হচ্ছে, এই প্রযুক্তি জরুরি ভিত্তিতে ব্যাপক ভাবে কাজে লাগতে পারে। পিসিআর টেস্ট যে সব দেশে উপলব্ধ নয়, সে সব দেশ এই টেস্টিংয়ের দ্বারা ব্যাপক ভাবে উপকৃত হতে পারে। এমনকি যে সব দেশে পিসিআর টেস্ট রয়েছে, তা সময়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে এই প্রযুক্তিকেই পরবর্তীতে কাজে লাগানো হতে পারে।

কী ভাবে কাজ করবে?

এক্স-রে প্রযুক্তি ববহার করে, কোভিড আক্রান্ত রোগী, সুস্থ রোগী, ভাইরাল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত রোগী, খুব সামান্য উপসর্গ রয়েছে এমন রোগী বা উপসর্গহীন রোগীর প্রায় ৩০০০ চিত্রের একটি ডেটাবেসের সঙ্গে স্ক্যানের তুলনা করবে। তার পরে এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি ব্যবহার করবে যা ডিপ কনভলিউশনাল নিউরাল নেটওয়ার্ক নামে পরিচিত। আসলে এটি একটি অ্যালগরিদম যা সাধারণত ভিজ্যুয়াল ইমেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল সেন্সরে। সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি বিস্তৃত পরীক্ষার পর্যায়ে এই টেকনিক ৯৮ শতাংশের বেশি নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

গবেষকরা কী বলছেন?

গবেষণাটির যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই ইউনিভার্সিটি অফ দ্য ওয়েস্ট অফ স্কটল্যান্ড-এর প্রফেসর নাঈম রামজান বলছেন, “কোভিড সনাক্ত করতে পারে এমন একটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য টুলের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই উদ্ভূত হয়েছিল। তার পরে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট আসার পর থেকে তো সেই প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।” আরও যোগ করে তিনি বললেন, “কোভিড ১৯ টেস্টিং সরঞ্জাম কিছু দেশে সীমিত সংখ্যক থাকার কারণে, তারা প্রচুর পরিমাণে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করতে অক্ষম। তবে এই এটি দ্রুত ভাইরাস সনাক্ত করতে সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে।”

গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, সংক্রমণের প্রাথমিকপর্যায়ে কোভিডের লক্ষণগুলি এক্স-রেগুলিতে দৃশ্যমান হয়না। তাই প্রযুক্তিটি পিসিআর টেস্টকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তবে ঠারেঠরে তাঁরা একটা কথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কোভিডের সংক্রমণ কমাতে এই প্রযুক্তির বিকল্প নেই, বিশেষ করে যে সব দেশে পিসিআর টেস্টের সরঞ্জামের অপ্রতুলতা রয়েছে।

প্রফেসর রামজান বললেন, “করোনাভাইরাসের গুরুতর ক্ষেত্রে নির্ণয় করার সময়, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবন রক্ষাকারী হিসেবেও প্রমাণিত হতে পারে। কারণ এটি যে শুধুই কোভিড টেস্ট করে তা নয়। আক্রান্ত রোগীর ঠিক কোন চিকিতার প্রয়োজন, তাও নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।”

ক্লিনিকাল সেটিংয়ে পদ্ধতির উপযুক্ততা মূল্যায়ন করার জন্য, এই গবেষক টিম এখন এক্স-রে মেশিনের বিভিন্ন মডেল দ্বারা সংগৃহীত এক্স-রে চিত্রগুলির একটি বৃহত্তর ডেটাবেস অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণাটি প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে।

ওষুধ ছাড়াই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান?

দিন দিন উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়েই চলেছে। বয়স ৪০ পেরুলেই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভোগেন অনেকে। নারী- পুরুষ কোনো ভেদাভেদ নেই। যে কেউ এই সমস্যায় পড়তে পারেন। তবে এটি আসলে বয়সজনিত সমস্যা। সাধারণ কোনো সমস্যা নয় এটি। প্রতি পাঁচজনের ভেতর একজন জানেই না যে, কি ভয়ংকর অসুখ নিয়ে সে বেঁচে আছে!

রক্তচাপের সমস্যার কারণে ডায়াবেটিস, দৃষ্টিহীনতার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি নীরবে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে রক্তচাপ। হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেলিওর হয় রক্তচাপের কারণে। তাই শুরু থেকেই এটি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এর জন্য মুঠো ভর্তি ওষুধ না খেয়ে সঙ্গে রাখুন ভেষজ উপাদান। এতে খুব সহজেই পার্শ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

চলুন জেনে নেয়া যাক কীভাবে ওষুধ ছাড়াই আপনার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন-

মর্নিং ওয়াক মাস্ট

৪০০ টি সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, সকালে হাঁটাহাঁটি এবং ব্যায়ামের ফলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে ৯০ ভাগ। তবে অবশ্যই দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে আপনাকে। এর ফলে দেহে যে উপকার হয় তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ ওষুধের সমতুল্য। শরীরচর্চার ফলে হৃদপিন্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অধিক অক্সিজেন ব্যবহার করে। ফলে রক্ত পরিশোধনের সময় এর উপর অধিক চাপ পড়ে না। প্রতিদিন আধা ঘন্টার জন্য হলেও কার্ডিও করুন, যা হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে।

মেডিটেশন

আমরা যখন চাপে থাকি তখন আমাদের শরীর রক্তে কর্টিসল, এড্রেনালিনের মত স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে। এই হরমোনগুলো হৃদপিন্ডের গতি বাড়িয়ে তুলে, রক্তনালিকে সংকুচিত করে রক্তচাপ বাড়িয়ে তোলে। এক্ষেত্রে মেডিটেশন, ইয়োগা, তাই চি”র মতো কিছু শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম স্ট্রেস হরমোনগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে রক্ত চাপ কমায়।

শুরুটা করুন প্রতিদিন সকালে মাত্র পাঁচ মিনিট চর্চার মাধ্যমে, রাতেও ঘুমুতে যাবার সময় ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ার অভ্যাস করুন পাঁচ মিনিটের জন্য।

পটাসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খান

রক্তচাপ কমাতে পটাসিয়াম সমৃদ্ধ ফলমূল ও শাকসবজি বোঝাই খাদ্য তালিকা রাখুন। পটাসিয়াম আমাদের কিডনিকে প্রস্রাবের মাধ্যমে সোডিয়াম নির্গমনে সহায়তা করে। অতিরিক্ত সোডিয়ামের নির্গমন রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকলেট রাখুন প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায়

মিষ্টি খাবারে ফ্লেভানল থাকে যা রক্তের চাপ কমিয়ে রক্ত প্রবাহকে সচল রাখতে সাহায্য করে। অস্ট্রেলিয়ার এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, নিয়মিত ডার্ক চকলেট খেলে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ৫ পয়েন্ট পর্যন্ত এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার ৩ পয়েন্ট পর্যন্ত কমানো সম্ভব। ডার্ক চকলেট কতখানি ''ডার্ক'' হবে? সত্যি কথা বলতে বিশেষজ্ঞরা এখনো কোকো গ্রহণের আদর্শ পরিমাণ নির্ণয় করতে পারেন নি। কিন্তু এর পরিমাণ যত বেশি হবে, ততই ভালো। অবশ্যই রক্ত চাপ কমানোর জন্য আপনাকে দিনভর চকলেট চিবোতে হবে ব্যাপারটা তা নয়। তবে হ্যাঁ যখনই একটু মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হবে তখন হাতটা ডার্ক চকলেটের দিকেই বাড়ানোর চেষ্টা করবেন।

কাজের চাপ কমান

ক্যালিফোর্নিয়ার ২৪ হাজার অধিবাসীর ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে ৪১ ঘন্টার ওপরে অফিস ডিউটি হাইপারটেনশানের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ১৭ শতাংশ। এই গবেষণার প্রধান গবেষক হাইউ ইয়াং জানান, অত্যধিক কাজ মানুষকে শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণে বিমুখ করে তোলে।

যদি একেবারেই দিনে এক্সারসাইজের সুযোগ না পান, তাহলে অন্তত অফিস থেকে এমন একটা সময় বের হোন যেন কিছুটা সময় জিমে ঘাম ঝরাতে পারেন বা বাড়ি গিয়ে নিজের জন্য স্বাস্থ্যকর কোনো রেসিপি তৈরী করতে পারেন। কম্পিউটারে একটা ''রিমাইন্ডার'' দিয়ে রাখতে পারেন। কখন নীল স্ক্রিন বন্ধ করে বাড়ি যেতে হবে তা ভালভাবে মনে করিয়ে দেবে এই সংকেত।

সংগীতে মনযোগী হতে পারেন

ইতালির গবেষণা বলে, সুরের তালে রক্তচাপও নামে। রক্তচাপের চিকিতা নিচ্ছেন এমন ২৯ জনকে গবেষকরা প্রতিদিন আধা ঘন্টা করে ক্ল্যাসিক্যাল, সেল্টিক বা ভারতীয় সংগীত উপভোগের জন্য বলেন। ছয় মাস পর দেখা গেল, তাদের রক্ত চাপ গড়ে ৪ মিমি পারদ পর্যন্ত নেমেছে।

এক গ্লাস দুধ

প্রাণিজ হোক বা সয়া- সে ইচ্ছে আপনার। খাবারে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট এর বদলে যদি সয়া বা মিল্ক প্রোটিন সমৃদ্ধ (টফু বা লো ফ্যাট ডেইরি) কিছু যুক্ত করতে পারেন, তাহলে হাইপারটেনশানের রোগীরা সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবেন। দিনে অন্তত একগ্লাস দুধ খান।

এসএফআইয়ের এক প্রতিনিধি দল শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সাথে বিভিন্ন দাবীতে দেখা করেছেন। ছবি নিজস্ব।

বিজেপির শাসনে শুধুমাত্র সুরক্ষা ও উন্নয়নেরই কথা হয় : অমিত শাহ

মুজফ্‌ফরনগর, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টিকে একযোগে তুলোধনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বললেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের শাসন দেখেছে উত্তর প্রদেশ। বেহেনজির পার্টি আসলে একটি জাতি নিয়েই কথা বলত। কংগ্রেস এলে পরিবারের কথা বলত। সমাজবাদী পার্টি এলে গুন্ডা, মাফিয়া, তোষণের কথা বলত। বিজেপি সরকারের পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে, জাতপাতের কথা হয়নি, পারিবারিক বিবাদ নেই, গুন্ডা, মাফিয়া, তোষণের কথা নেই। বিজেপির শাসনে শুধুমাত্র সুরক্ষা ও উন্নয়নেরই কথা হয়।' শনিবার উত্তর প্রদেশের মুজফ্‌ফরনগরে একটি কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'আমি যখন উত্তর প্রদেশের দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তখন শুরুতেই মুজফ্‌ফরনগরে দাঙ্গা হয়েছিল। তৎকালীন সরকারের সময় অভিযুক্তরাই আক্রান্তে পরিণত হয়েছিল এবং যারা আক্রান্ত তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। সেই দাঙ্গার বেদনা আমি এখনও ভুলিনি।' অমিত শাহ বলেছেন, 'সমাজবাদী, বহুজন সমাজ পার্টির শাসনে উত্তর প্রদেশকে দখল করে নিয়েছিল মাফিয়ারা। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করেছে তারা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ২০১৭ সালে রাজ্যে যোগী আদিত্যনাথজির সরকার গঠনের পর, সমস্ত গুন্ডা উত্তর প্রদেশের সীমানার বাইরে চলে গিয়েছিল।' বিরোধীদের কটাক্ষ করে অমিত শাহ বলেছেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের শাসন দেখেছে উত্তর প্রদেশ। বেহেনজির পার্টি আসলে একটি জাতি নিয়েই কথা বলত। কংগ্রেস এলে পরিবারের কথা বলত। সমাজবাদী পার্টি এলে গুন্ডা, মাফিয়া, তোষণের কথা বলত। বিজেপি সরকারের পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে, জাতপাতের কথা হয়নি, পারিবারিক বিবাদ নেই, গুন্ডা, মাফিয়া, তোষণের কথা নেই। বিজেপির শাসনে শুধুমাত্র সুরক্ষা ও উন্নয়নেরই কথা হয়।' উত্তর প্রদেশের জনগণের উদ্দেশে অমিত শাহ বলেছেন, 'আপনাদের একটি ভোট উত্তর প্রদেশে মাফিয়ারাজ নিয়ে আসতে পারে, অথবা মাফিয়ারাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে। সপা ও বসপা-র ক্ষমতায় এলে পুনরায় মাফিয়ারাজ চলে আসবে, কিন্তু বিজেপিকে ভোট দিলে উত্তর প্রদেশ হয়ে উঠবে দেশের এক নম্বর রাজ্য।'

কাদিয়ান আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রতাপ বাজওয়া

চণ্ডীগড়, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ প্রতাপ সিং বাজওয়া শনিবার কাদিয়ান আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। কংগ্রেস নেতা টুইটে লেখেন, 'আমার স্ত্রী এবং ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কাদিয়ান আসন থেকে আমার মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি।' এরপর ১৫ জানুয়ারি আমার "কর্মভূমি" কাদিয়ানে ফিরে আসার সুযোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভাপতি সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন বাজওয়া। জনগণের জন্য কাজ করার এবং কাদিয়ানকে পুরো পঞ্জাবের একটি মডেল নির্বাচনী এলাকা করার জন্য উন্মুখ, তিনি টুইট করেন। ২০১৭ সালে ১১৭ টি আসন বিশিষ্ট পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৭৭টি আসন জিতেছিল, যেখানে শিরোমণি আকালি দল মাত্র ১৮টি আসন জিততে পারে। অন্যদিকে, আপ ২০টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়।

মজিথিয়াকে শুধুমাত্র অমৃতসর পূর্ব থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ সিধুর

চণ্ডীগড়, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : পঞ্জাব কংগ্রেসের সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধু শনিবার শিরোমণি আকালি দলের (এসএডি) বিক্রম সিং মাজিথিয়াকে শুধুমাত্র অমৃতসর পূর্ব আসন থেকে আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এসএডি-র প্রাক্তন মন্ত্রী মাজিথিয়াকে অমৃতসর পূর্বের প্রার্থী ঘোষণা করেছে। অমৃতসর পূর্ব থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিধু বলেন, 'যদি আপনার (বিক্রম সিং মাজিথিয়া) সাহস থাকে তবে মাজিথা ছেড়ে যান এবং শুধুমাত্র অমৃতসর পূর্ব থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন।'
মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সিধু বলেন, 'আমি গণতন্ত্রকে শক্তিতে পরিণত করতে চাই না, এই শহরের কংগ্রেসে তার বিশ্বাস ছিল, আছে এবং থাকবে।'প্রসঙ্গত, সিধু এই আসনের বর্তমান বিধায়ক। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচন এবং ১০ মার্চ ভোট গণনা হবে।

লতা মঙ্গেশকরের স্বাস্থ্যের উন্নতি, খুলে নেওয়া হয়েছে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। দু''দিন আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে ভেন্টিলেটর সাপোর্ট, তবে এখনও আইসিইউ-তেই রয়েছেন বর্ষীয়ান গায়িকা। চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। শনিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক (যিনি লতা মঙ্গেশকরের চিকিৎসা করছেন) ডাঃ প্রতীত সামদানি জানিয়েছেন, 'লতা মঙ্গেশকরের স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হয়েছে। দু''দিন আগেই তাঁর ভেন্টিলেটর সাপোর্ট খুলে নেওয়া হয়েছে। আইসিইউ পর্যবেক্ষণে রয়েছেন তিনি।'গত ৯ জানুয়ারি থেকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন লতা মঙ্গেশকর। করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিলেন সুর সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর, কোভিড ছাড়াও নিউমোনিয়ায় অসুস্থ তিনি। ধীরে ধীরে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। সম্ভবত আরও কিছু দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি। তারপরই ছুটি দিয়ে দেওয়া হতে পারে গায়িকাকে।

আপ ক্ষমতায় এলে পঞ্জাবে আরোপ করা হবে না নতুন ট্যাক্স : কেজরিওয়াল

জলন্ধর, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): পঞ্জাবে আম আদমি পার্টি (আপ) ক্ষমতায় এলে নতুন করে আরোপ করা হবে না কোনও ট্যাক্স। পঞ্জাবের জলন্ধর থেকে বড় ঘোষণা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ-এর জাতির আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার জলন্ধর শহরের নাগরিকদের জন্য বেশ কিছু ঘোষণা করেছেন কেজরিওয়াল।
তিনি বলেছেন, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হবে, দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। মাটির নীচ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে ওভারহেড তার, সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মানোন্নয়ন করা হবে, এছাড়াও মান বাড়ানো হবে সরকারি স্কুলের। এখানেই শেষ নয়, কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, '২৪ ঘন্টা জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা হবে, নতুন কোনও ট্যাক্স আরোপ করা হবে না, মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে সিসিটিভি বসানো হবে।

গোয়ায় ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ, ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি তৃণমূলের

পানাজি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ক্ষমতায় এলে গোয়ায় মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে তৃণমূল কংগ্রেস। গোয়া বিধানসভা ভোটের ইস্তাহারে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের এমনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে। তৃণমূল নেতা লুইজিনহো ফেলেইরো ঘোষণা করেন, 'বিধানসভা ভোটে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে স্থানীয় প্রশাসনে পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।' যা দেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করবে।
ফেলেইরোর অভিযোগ, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারে গোয়া অপরাধ ও পতিতাবৃত্তির রাজধানী হয়ে উঠেছে। ফেলেইরোর কথায়, "গোয়া শান্তির পীঠস্থান ছিল। সেই গোয়া এখন অপরাধ ও পতিতাবৃত্তির রাজধানী হয়ে উঠেছে। বিজেপি সরকার আমাদের এমন পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে যা গোয়া কখনো দেখেনি।"
সাগরতীরের রাজ্যকে ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিল গোয়া তৃণমূল কংগ্রেস। একই সঙ্গে মৎসজীবী থেকে শুরু করে রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের ঘরে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। শনিবার গোয়া তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব আসন্ন ভোটের প্রার্থীদের নিয়ে দশ দফা প্রতিস্তুতি পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছে। সেই অনুষ্ঠানে লুইজিনহো ফলেইরো, সাংসদ মহুয়া মৈত্র-সহ তৃণমূল প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়া বিধানসভার ৪০ আসনের সবগুলিতেই ভোট। গণনা আগামী ১০ মার্চ।

বিহার এমএলসি নির্বাচনে ১১টি আসনে লড়বে জেডি (ইউ), বিজেপি ১৩টিতে

পাটনা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারে বিধান পরিষদের (এমএলসি) নির্বাচনের জন্য আসন বন্টন হয়ে গেল জনতা দল ইউনাইটেড (জেডিইউ) ও বিজেপি-র মধ্যে। বিধান পরিষদ নির্বাচনে নীতীশ কুমারের জেডি (ইউ) লড়বে ১১টি আসনে, বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৩টি আসনে এবং নিজেদের কোটা থেকে একটি আসন দেবে পশুপতি কুমার পরসের রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টিকে।
বিহারে ২৪টি আসনে হবে বিধান পরিষদের নির্বাচন। বিহারের বিজেপির ভারপ্রাপ্ত ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, বিধান পরিষদ নির্বাচনে জেডি (ইউ) লড়বে ১১টি আসনে, বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ১৩টি আসনে এবং নিজেদের কোটা থেকে একটি আসন দেওয়া হবে পশুপতি কুমার পরসের রাষ্ট্রীয় লোক জনশক্তি পার্টিকে। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ১৬ জুলাই থেকে খালি রয়েছে বিধান পরিষদের ২৪টি আসন।

উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে ঘরে ঘরে প্রচারে জেপি নড্ডা

বেরেলি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নড্ডা শনিবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে ডোর-টু-ডোর প্রচার চালালেন।
এদিন তিনি টুইটে জানান, 'আজ বেরেলির ভজিপুরা বিধানসভায় ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করেন। জনগণের কাছ থেকে পাওয়া প্রচুর আশীর্বাদ এই সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে বিজেপির কল্যাণমূলক নীতির কারণে, এখানে আমাদের সরকার আবারও গঠিত হতে চলেছে। একটি দুর্দান্ত বিজয়।''তিনি এদিন বেরেলির বড় বাগ হনুমান মন্দিরে প্রার্থনা করেছিলেন।
নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি উত্তরপ্রদেশে ঘরে ঘরে প্রচার চালাচ্ছেন। শুক্রবার তিনি বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে শাহজাহানপুরে ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার চালান।
তিনি শাহজাহানপুরের গান্ধী অডিটোরিয়ামে 'প্রভাবী মাতদাতা সম্বাদ'-কেও ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেন, এখানে যোগী সরকারের ''এক জেলা-এক পণ্য'' প্রকল্পের অধীনে জারদোজির কাজকে উতাহিত করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, উত্তরপ্রদেশে, প্রথম দফার ভোট হবে ১০ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয় দফার ভোট ১৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় দফার ২০ ফেব্রুয়ারি, চতুর্থ দফার ২৩ ফেব্রুয়ারি, পঞ্চম দফার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ষষ্ঠ দফার ভোট ৩ মার্চ এবং সপ্তম পর্ব ৭ মার্চ। ১০ মার্চ ভোট গণনা হবে।

কোভিডে আক্রান্ত রাজস্থানের রাজ্যপাল, উপসর্গহীন কলরাজ মিশ্র

জয়পুর, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): করোনার প্রকোপ কমছেই না ভারতে, এবার করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র। তবে, রাজস্থানের রাজ্যপালের শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ নেই। তিনি সুস্থ হয়েছেন, সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের সকলকে করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন কলরাজ মিশ্র।
রাজস্থানের রাজভবনের পক্ষ থেকে শনিবার টুইট করে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র শনিবার কোভিড টেস্ট করিয়েছিলেন। কোভিড টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি সুস্থ আছেন এবং শরীরে কোনও লক্ষণ নেই। রাজ্যপাল অনুরোধ করেছেন, সম্প্রতি তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা যেন করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন।

অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠেছে কাশ্মীর, মাইনাস ১৬.৯ ডিগ্রিতে জমে বরফ কার্গিল

শ্রীনগর, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ, শীতের আবহে মনোরম পরিবেশ কাশ্মীরে। কাশ্মীরের সর্বত্রই তাপমাত্রা নেমে হিমাঙ্কের নীচে, মাইনাস ১৬.৯ ডিগ্রিতে জমে বরফ হয়ে গিয়েছে কার্গিল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের যে দিকে চোখ যায় শুধু বরফ আর বরফ! আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণে রাতের তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৪৮ ঘন্টা এমনই আবহাওয়া থাকবে জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে।
শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ২.৮ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ৭.৫ ডিগ্রি। শীতে কাঁপছে লাদাখ, সেখানকার দ্রাসে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, লেহ-তে মাইনাস ১৪.৬ ডিগ্রি এবং কার্গিলে মাইনাস ১৬.৯ ডিগ্রি। শীতে কাঁপছে জম্মুও। শনিবার জম্মুতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ভক্তদের জন্য ফের খুলছে পুরীর মন্দির

পুরী, ২৯ জানুয়ারি (হি. স.) : পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ফের খুলছে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। তবে মন্দিরে ঢোকার জন্য দেখাতে হবে করোনা টিকার সার্টিফিকেট। আপাতত রবিবার বন্ধ থাকবে পুরীর মন্দির।
মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওড়িশার পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ভক্তদের জন্য আবার খুলে দেওয়া হবে। কোভিড-১৯-এর তৃতীয় ঢেউয়ে কারণে এই বছরের শুরুর দিকেই মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মন্দির শুক্রবার পুরীর কালেক্টর সমর্থ ভার্মা জানিয়েছেন, সপ্তাহের অন্য দিন গুলি ভক্তদের জন্য মন্দির খোলা হলেও স্যানিটাইজেশনের জন্য রবিবার বন্ধ থাকবে মন্দির চত্বর।
পুরী শহরের বাসিন্দাদের পশ্চিম দরজা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে এবং বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার মিলবে পূর্বদিকের দরজা দিয়ে। মন্দিরে ভক্তদের জন্য সারাদিনের কতখানি সময় খোলা রইবে তা জানানো হবে এবং শহরের রাতের কারফিউ নিয়ম অনুসারেই তা বন্ধও করা হবে। স্থানীয় করোনা পরিস্থিতি বিচার করে কোনও উৎসবে মন্দির বন্ধ রাখারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মহারাষ্ট্রে গান্ধীধাম-পুরী এক্সপ্রেসে আগুন, হতাহতের ঘটনা ঘটেনি

মুম্বই, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার রেল স্টেশনের কাছে আগুন ধরে গেল গান্ধীধাম-পুরী এক্সপ্রেসে। শনিবার সকালে নান্দুরবার রেল স্টেশনের কাছে গান্ধীধাম-পুরী এক্সপ্রেসের প্যান্ট্রি কার কামরায় আগুন লাগে। ওই কামরার জানলা থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা। দীর্ঘ সময়ের পর আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।
অগ্নিকাণ্ডের ফলে ওই প্যান্ট্রি কার কামরাটি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন রেলের কর্তারা। রেল সূত্রের খবর, নান্দুরবার রেল স্টেশনের ঢোকার আগেই গান্ধীধাম-পুরী এক্সপ্রেসের প্যান্ট্রি কার কামরায় আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

৩১ জানুয়ারি থেকে বেঙ্গালুরুতে খুলছে স্কুল, ওই দিন থেকেই প্রত্যাহার নৈশ কারফিউ

বেঙ্গালুরু, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৩১ জানুয়ারি, সোমবার থেকে বেঙ্গালুরুতে খুলে যাচ্ছে স্কুল। ওই দিন থেকেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে নৈশ কারফিউ। শনিবার জানালেন কর্ণাটকের মন্ত্রী বি সি নাগেশ। মন্ত্রীর কথায়, সোমবার থেকে বেঙ্গালুরুতে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। ৩১ জানুয়ারি থেকে তুলে নেওয়া হবে রাত্রিকালীন কারফিউ। কোভিড-বিধি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানেও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে ২০০ জন সদস্য উপস্থিত থাকতে পারবেন ভিতরে এবং ৩০০ জন বাইরে। বার ও হোটেল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে জিম খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বি সি নাগেশ আরও বলেছেন, ৫০ শতাংশ ক্যাপাসিটি নিয়ে জিম খোলা যাবে। বার, হোটেল খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সরকারি দফতরে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়েই কাজ করা যাবে। মন্দিরেও পূজার্চনা করা যাবে। তবে, রাজনৈতিক কর্মসূচি, ধর্মীয় শোভাযাত্রা, অবস্থান-প্রতিবাদের ক্ষেত্রে আপাতত কোনও অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

ধুরি থেকে মনোনয়ন জমা ভগবন্তের, জয়ের বিষয়ে আশাবাদী আপ-এর মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী

ধুরি (পঞ্জাব), ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): আসন্ন পঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে ধুরি বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন আম আদমি পার্টি (আপ)-র মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ভগবন্ত মান। ভগবন্তের আশা, এই আসনে বড়সড় মার্জিনে জয়লাভ করবেন তিনি। শনিবার এসডিএম অফিসে গিয়ে ধুরি বিধানসভা আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন ভগবন্ত মান। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় ভগবন্তের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মা।মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর ভগবন্ত মান জানিয়েছেন, 'আমি মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছি। আমাকে ও দলকে ধুরি আসন থেকে জয়লাভ সাহায্য করুন, জনগণের কাছে এটাই আমার অনুরোধ করছি। প্রচুর সমর্থন পাব এটাই আশা করছি।' ভগবন্ত মান আরও বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস ধুরির জনগণ বিরাট ব্যবধানে এই আসনে জয়লাভ করাবেন।' সাংরুরের দু''বারের সাংসদ হলেন ভগবন্ত মান। সাংরুর লোকসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত এই ধুরি বিধানসভা আসন। পঞ্জাবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই মূলত কী নিয়ে, এমন একটি প্রশ্নের উত্তরে ভগবন্ত মান বলেছেন, 'দুর্নীতি, বেকারত্ব, মাফিয়া রাজ, মুদ্রাস্ফীতি রাজ্যের প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম।'

বাজেট অধিবেশন : ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি থাকছে না শূন্য ও প্রশ্নোত্তর পর্ব

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। প্রথম দিন সংসদের সেন্ট্রাল হলে উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দুই দিন, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি থাকছে না শূন্য পর্ব ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
সংসদের বুলেটিনে জানানো হয়েছে, ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি থাকছে না শূন্য পর্ব ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের কারণে ৩১ জানুয়ারি ও ১ ফেব্রুয়ারি কোনও জিরো আওয়ার ও প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকছে না। ''শূন্য পর্ব''-র সময় উত্থাপিত জরুরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ২ ফেব্রুয়ারি থেকে নেওয়া হবে।

পুণে-তে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে খুলছে স্কুল-কলেজ, অভিভাবকদের সম্মতিও আবশ্যিক

পুণে, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে-তে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার থেকে শারীরিকভাবে চালু হতে চলছে স্কুল। ওই দিন থেকেই পুণে-তে খুলবে সমস্ত কলেজও। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজিত পওয়ার জানিয়েছেন, ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পুণে-তে খুলবে সমস্ত স্কুল ও কলেজ। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্ষেত্রে, স্কুলের নিয়মিত সময়ের অর্ধেক সময় ক্লাস হবে। নবম ও দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে নিয়মিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবে ক্লাস। মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার আরও জানিয়েছেন, নিয়মিত সময়সূচী অনুযায়ী কলেজগুলিতে ক্লাস চলবে। পওয়ার আরও জানিয়েছেন, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের আসার ক্ষেত্রে বাবা-মা অথবা অভিভাবকের সম্মতি লাগবেই। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্ষেত্রে আগামী বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও সমস্ত শিক্ষা কর্মীদের কাছে মাস্ক পরার ও কোভিড-বিধি মেনে চলার আর্জি জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

বরাকের প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির লক্ষ্যে শীঘ্রই তৈরি হবে কয়লা পরিবহণে এসওপি : দুই মন্ত্রী যোগেন ও বিমল

শিলচর (অসম), ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সহজ উপায়ে কয়লা আমদানি এবং বরাক উপত্যকায় উৎপাদিত সুপারির রফতানি নীতি প্রণয়ন করতে বিভিন্ন পক্ষের মতামত শুনতে আজ শনিবার শিলচরে রাজ্যের দুই পরিষদীয় মন্ত্রী যোগেন মোহন এবং বিমল বরা উচ্চস্তরের এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। বৈঠকে অংশ নিয়ে দুই মন্ত্রী জানান, বরাক উপত্যকার কয়লা আমদানি সহজতর করতে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সুরক্ষা করে পলিসি প্রণয়ন করা হবে।
বৈঠকে ইটভাটা সংস্থাগুলির পক্ষে উদয়শংকর গোস্বামী জানান, কাছাড় জেলায় প্রায় ১০০টি ইটভাটার প্রত্যেকটিতে বছরে ১৫ লক্ষ ইট উৎপাদন করতে ৪০০ মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইটভাটাগুলিতে প্রচুর পরিমাণের কয়লার প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া চা-বাগানগুলির বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে মন্ত্রীদের জানানো হয়েছে, কাছাড় জেলার ৫৮টি চা বাগানের জন্য ২৫ হাজার মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন। সিমেন্ট এবং রড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকেও বৈঠকে কয়লা সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সুপারি উৎপাদনকারী সংস্থার পক্ষ থেকেও উপত্যকার বাইরে সুপারি রফতানির সহজতর নীতি প্রণয়ন করতে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।
বৈঠকে শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায়, জেলার চার বিধায়ক কৌশিক রাই, দ্বীপায়ন চক্রবর্তী, আব্দুল করিম বড়ভুইয়াঁ এবং খলিল উদ্দিন মজুমদারও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিজেপির পক্ষে অভ্রজিৎ চক্রবর্তী, এআইইউডিএফ-এর সামিনুল হক বড়ভুইয়াঁ, সিপিআইএম-এর দুলাল মিত্র, এজিপি-র আবুল আওয়াল বড়লস্করও তাঁদের বক্তব্য পেশ করেছেন।
সকলের বক্তব্য শুনে সভায় দুই মন্ত্রী জানান, কয়লা আমদানির নতুন নীতি প্রণয়ন করে সরকারের রাজস্ব আহরণ সহজতর হওয়ার পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় ও সুষ্ঠু ব্যবসায়িক নীতি গ্রহণ করা হবে। এছাড়া সামাজিক পরিবেশও যাতে আরও ভালো হয় সে ব্যাপারেও প্রস্তাবিত নীতিতে নজর দেওয়া হবে। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগ থেকে লাইসেন্স বা ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হবে বলেও সভায় জানান মন্ত্রী যোগেন মোহন। এই সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম আইসিসি থেকে চালু করার প্রক্রিয়া চলছে বলে সবাইকে অবগত করেন মন্ত্রী যোগেন।
জেলাশাসক কীর্তি জল্লি সহ সভায় রাজ্য সরকারের মাইন্স অ্যান্ড মিনারেলস ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সচিব অর্পণ শইকিয়া, বিভাগীয় এমডি এন আনন্দ এবং অধিকর্তা আনন্দকুমার দাস সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সিআইটিইউ জিরানীয়া কমিটির সম্মেলন শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

'স্বপ্নের কলেজ হোক এমবিবি', বায়োটেক ক্লাবের উদ্বোধন করে বললেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি ।। রাজ্যের বায়োটেকনলজি দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় আরো একটি কলেজ বায়োটেক ক্লাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল আগরতলার এমবিবিকলেজে। এই নিয়ে বায়োটেকনলজি দপ্তর রাজ্যের মোট ছয়টি কলেজকে বায়োটেক ক্লাব প্রকল্পের আওতায় এল। কলেজগুলোতে বায়োটেক ক্লাব স্থাপনের উদ্দেশ্য হল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে যে বিজ্ঞানভাবনা অংকুরিত হয় সেই ভাবনাকে উৎসাহ প্রদান করা এবং এই সন্মিলিত বিজ্ঞানভাবনাকে প্রকল্পের রূপ দেয় কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকরা। এই প্রকল্পের নিতিমালা তৈরী করে রাজ্যের বায়োটেকনলজি দপ্তর। প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য থাকতে হয় সবুজ জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যমে কলেজ সন্নিহিত এলাকার উন্নয়ন, গবেষনালব্ধ জ্ঞানকে ল্যাবরেটরীতে সত্যতা যাচাই এবং পরবর্তীতে নতুন এই পরীক্ষালব্ধ প্রযুক্তির প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জৈবপ্রযুক্তির ধারনাকে সুদৃঢ় করা এবং ভবিষ্যত গবেষনাতে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ইতিমধ্যেই কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রকল্পের আওতধীন কলেজগুলি জৈব প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে রাজ্যের বায়োটেকনলজি দপ্তরের সহায়তায়।

এমবিবি কলেজের বায়োটেক ক্লাবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষুও দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা।

কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতি বীণাপাণি চক্রবর্তী এবং বায়োটেকনোলজি দপ্তরের সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার অঞ্জন সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে এম বি বি কলেজ কে সপ্নের কলেজ গড়ার আহ্বান রাখেন। উনি বলেন এই কলেজের একটা আলাদা গরিমা আছে এবং এর সুখ্যাতি সমগ্র দেশ জুড়ে তাই এই বায়োটেক ক্লাব প্রজেক্টের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের আরো একবার তা প্রমান করতে বলেন। উনি বলে কোভিড প্যান্ডেমিক শিক্ষায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে যার জন্য শিক্ষাঙ্গন গুলি বন্ধ রাখতে হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবন সুরক্ষার কথা ভেবে এবং এটাও সত্যি যে এই দুঃসময় দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বয়োটেক ক্লাবের সদস্যদের প্রতি আহ্বান রাখেন, গ্রামে গিয়ে গ্রামের জন্য কাজ করতে কারণ একসময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পেশাগত কাজে নিযুক্ত হয়ে গেলে গ্রামে কাজ করার এই সুযোগ যা বায়োটেক ক্লাব করে দিচ্ছে তা থেকে বঞ্চিত হবে। উপমুখ্যমন্ত্রী এম বি বি কলেজের কোনো একটি গ্রাম কে চিহ্নিত করার নির্দেশ দেন যেখানে বায়ো টেকনোলজি দপ্তর বায়ো ভিলেজে প্রকল্প রূপায়ণ করবে এবং এই প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীরা গ্রামের মানুষের আর্থসমাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহন করবে। ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত কলেজ বায়োটেক

ক্লাবগুলির মধ্যে বিশালগড়স্থিত আরটিএম মহাবিদ্যালয়ের কাজের প্রশংসা করেন। উনি বলেন বায়োটেক দপ্তরের সহায়তায় কলেজ ছাত্ররা কলেজের পার্শবর্তী গ্রামের মানুষের মধ্যে মাশরুম চায় জনপ্রিয় করার কাজ করেছে। এই ছোট ছোট উদ্দ্যোগ ছাত্রছাত্রীদের যেমন একদিকে বিজ্ঞান চেতনায় উদ্বুগ্ধ করবে, অন্যদিকে সুনাগরিক গড়ে তুলবে। এই ধরনের প্রকল্পে ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করার উদ্দেশ্য হল গ্রামের উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীদের যুক্ত করা। উপমুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে এই কলেজ কাটানো দিনগুলির কথা রোমন্থন করেন। কলেজ বায়োটেক ক্লাবের এই প্রকল্পে এমবিবি কলেজ সক্রিয়তা বৃদ্ধির ওপর কাজ করছে। উপকারী জীবানুর এক্ষেত্রে বায়োটেকনলজি দপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়ন, ল্যাবরটারি উপকরন, পপলার টক এর জন্য আর্থিক সহায়তা ছাড়াও কারিগরি পরামর্শ ও প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা করবে। করেন। অনুষ্ঠানে উচচশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা বায়োটেকনলজি দপ্তরের এই উদ্দ্যোগের প্রশংসা করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ

জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়া ও বিশালগড়ে আদালতে ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া/ চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি ।। বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে ই-সেবা কেন্দ্র উদ্বোধন হলো ত্রিপুরা হাইকোর্টের দুই জন বিচারপতির হাত ধরে। ই-সেবা কেন্দ্র মানে মামলা মোকদ্দমার সব ধরনের তথ্য পাওয়ার স্থান। মামলা মোকদ্দমার সাথে যুক্ত জনগণের সুবিধার্থে এই কেন্দ্রটি খোলা হয়। শনিবার দুপুর একটা ত্রিরিশ মিনিটে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাষিস তলাপাত্র ই-সেবা কেন্দ্রের ফিতা কেটে দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন সকলের জন্য। এরপর ফলক উন্মোচন করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের আরেক জন বিচারপতি টি অমরনাথ গোড। ই-সেবা কেন্দ্রের দ্বার উদঘাটন ও ফলক উন্মোচনের পরেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন, ত্রিপুরা হাইকোর্টের দুই জন বিচারপতি সহ বিলোনিয়া বার এসোসিয়েশনের সভাপতি সহ উপস্থিত অতিথিরা। প্রথমে সাব্রুম আদালতের ই সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করার পরেই বিলোনিয়া আদালতে ই সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে আসেন এই দুই জন বিচারপতি। এছাড়া এইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি ও বিলোনিয়া বার এসোসিয়েশনের সদস্য সহ আইনজীবীরা। উদ্ধোধক তথা ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভাষিস তলা পাত্র এদিনের উদ্ধোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে ই-সেবা কেন্দ্র কেন খোলা হয়েছে এবং এই কেন্দ্র থেকে কি সুবিধা পাওয়া যাবে তা নিয়ে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন বিচারপতি।

এদিকে, বিচার ব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। সাধারণ মানুষকে অনলাইনে আইনি পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিশালগড় মহকুমা আদালতে কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ই-সেবা কেন্দ্র। শনিবার ই-সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি টি অমরনাথ গড, ডিসট্রিক্ট সেশন জজ এস বি দত্ত, বিশালগড় বার এসোসিয়েশনের সভাপতি রিপন সরকার প্রমুখ। মামলা সংক্রান্ত সকল তথ্য, পরবর্তী শুনানির তারিখ, আদালতের রায়ের কপি, অনলাইনে মামলা নথিভুক্ত করণ, অনলাইনে কোর্ট ফি প্রদান ইত্যাদি নানান সুবিধা পাওয়া যাবে ই-সেবা কেন্দ্রে। বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র ই-সেবা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্তদের বলেন নাগরিকদের যাতে এই পরিষেবা গ্রহণে সহযোগিতা করা হয়। মানুষ ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে আসে। তাদের যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় সেদিকে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রঙিন ফুলকপি তুলে দেন গোলাঘাটির চাষি সজল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি ।। গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের যুবক সজল দেবনাথ। ছাত্রাবস্থাতেই কৃষিকাজে হাতে খড়ি। কারণ তার বাবা একজন কৃষক। মাধ্যমিক পাস করার পর পুলিশ বা সেনা বাহিনীতে চাকরি করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। এরপর পারিবারিক কৃষি কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন সজল। এরপর থেকে আর পেছনে ফিরে তাকাননি সে। প্রতিবছর অভিনব চিন্তাধারায় সফলভাবে কৃষিকাজ করে পরিবার প্রতিপালন করে আসছিলেন। চলতি বছরে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শে রঙিন ফুলকপি চাষ করেন। হলুদ ফুলকপি যার বৈজ্ঞানিক নাম ক্যারটিনা এবং বেগুনি রঙের ফুলকপি যার বৈজ্ঞানিক ভ্যালেন্টিনা। দেড় কানি জমিতে প্রায় ৪০ হাজার টাকা খরচ করে ফুলকপি চাষ করেছেন। গত কার্তিক মাসে অকাল বর্ষনে খানিকটা ক্ষতি হয়। তারপরেও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ মত যত্ন করে ফুলকপি গাছগুলিকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এখন বাজারে বিক্রি করছেন ফুলকপি। সাদা ফুলকপির তুলনায় এ রঙিন ফুলকপির চাহিদা অনেক বেশি। এবং সাদা ফুলকপির তুলনায় রঙিন ফুলকপির দাম একটু বেশি। শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্যামনগরে একটি যোগদান সভায় অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের খবর পেয়ে সজল দেবনাথ হলুদ এবং বেগুনি রঙের ফুলকপি নিয়ে হাজির হন সেখানে। দুটো ফুলকপি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ফুলকপি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন সজল দেবনাথ এর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী জানতে চান এ ফুলকপির বাজারমূল্য সাদা ফুলকপির তুলনায় বেশি কি-না। সজল দেবনাথ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান বর্তমানে রঙিন ফুলকপি ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু সাদা ফুলকপির বাজার মূল্য কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা কেজি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব চাষি সজল দেবনাথকে উৎসাহিত করে কৃষিকাজে আরো অভিনবত্ব এনে আয় বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছে। কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ফুলকপি দিয়ে কথাবার্তা বলার পর সজল দেবনাথ কথা বলেন সিপাহীজলা জেলা কৃষি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহার সঙ্গে। সজল বিশ্বজিৎ সাহাকে জানান একটি ডিপ টিউবয়েল থাকলে তার কৃষিকাজে আরও সুবিধা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ সাহা।

বিলোনীয়ায় কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জানুয়ারি ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেস এর উদ্যোগে ২৯ / ৩০শে জানুয়ারি বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির এর আয়োজন করা হয়। শনিবার বেলা এগারোটায় বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষন শিবিরের শুভ সূচনা করেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎসিনহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় প্রশিক্ষণ শিবির এর কাজ। প্রদেশ সভাপতি সহ প্রশিক্ষণ শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নিত্যগোপাল রুদ্রপাল রাজ্য সভাপতি সেবাদল, জয়দুল হোসেন রাজ্য ট্রেনিং ইন চার্জ, মমিতা রায়- ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি ভোলানাথ ধর সহ কংগ্রেস দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব কর্মী-সমর্থকেরা। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবির কংগ্রেস দলকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নেতৃত্বরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ শিবির চলাকালীন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি বিরজিৎসিনহা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিজেপি দল ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আকাশ ছোঁয়া। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে রাজ্য সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্বিকে রোধ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ। কেন্দ্র এবং রাজ্যের ডবল ইঞ্জিনের সরকার বেকারদের কর্মসংস্থান দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। তিনি বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে দাবি রাখছেন ত্রিপুরা রাজ্যের তিন লক্ষ বেকারের প্রতিজনকে ২ লক্ষ টাকা করে মুদ্রা লোনের ব্যবস্থা করার জন্য। এ দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস ছিল লক্ষণীয়।

রাজস্ব মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কর্মীদের নেতৃত্বে একটি দল গঠন করা হয়েছিল। দুই দিন ধরে তিনি তাঁর বাসভবনে চিকিৎসাধীন ছিলেন। টিম সিটি স্ক্যান, আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং ইসিজি করার পরামর্শ দিয়েছে। যেহেতু তিনি দুর্বল ছিলেন, আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হতে চান কি না। তিনি সম্মত হন এবং সে অনুযায়ী টিমকে চিকিৎসা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। মেডিকেল টিম বাড়ানো হয়। এখন মেডিসিন বিভাগের এইচওডি ডাঃ রাজেশ দেববর্মা, ডাঃ অরুণাভ দাসগুপ্ত এবং অন্য দুই ডাক্তারের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের ডাক্তারদের একটি টিম জিবিপি হাসপাতালেরাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মার চিকিৎসা করছেন।

ছাগল পালন নিয়ে বিবাদ হামলায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৯ জানুয়ারি ।। উদয়পুরের টেপানিয়া এলাকায় প্রাণঘাতী হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম নিমাই দাস। তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ছাগল পালন নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করেই প্রতিবেশীরা তার ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালায়। তাতে তিনি আহত হন। এ ব্যাপারে দুজন অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে রাধা কিশোর পুর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

টিউবওয়েল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২৯ জানুয়ারি ।। টিউবওয়েল চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়লো এক চোর। আটক চোরের নাম লিটন। তার বাড়ি মেলাঘর রাঙ্গামুড়া ২নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ওই যুবক রাঙ্গামুড়া ২ নং ওয়ার্ডের ইয়ুথ হোস্টেল থেকে একটি টিউবয়েলে করার চেষ্টা করে। তখনই বিষয়টি স্থানীয় জনগণের নজরে আসে। তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পাঠানো হয় মেলাঘর থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে মেলাঘর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। স্থানীয় জনগণ আটক যুবককে গাছের সাথে বেঁধে রাখেন। পুলিশ আসার পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে মেলাঘর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে।

তিন পাচারকারী আটক উদ্ধার ১১টি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৯ জানুয়ারি ।। আন্তর্জাতিক গরু পাচার চক্রের তিন পান্ডা সহ এগারোটি গরু আটক করলো সীমান্ত রক্ষী জোয়ানরা। সীমান্ত রক্ষী জোয়ান সূত্রে জানা যায়, উত্তরের কদমতলা থানাধীন নতুনবাজার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৩৯ নং ব্যাটেলিয়ানের ইয়াকুবনগর বিওপি র সীমান্ত রক্ষী জোয়ানের হাতে আটক হয় টট্রি০২জ্ঞ-১৫৪১ নম্বরের টাটা ম্যাজিক গাড়ি। উক্ত গাড়ি থেকে এগারোটি গরু উদ্ধার করে সীমান্ত রক্ষী জোয়ানরা। গরুগুলোকে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্তে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে সীমান্ত রক্ষী জানা যায়।সাথে আটক করা হয় তিন আন্তর্জাতিক গবাদিপশু পাচারকারী।ধৃতরা হল আবুল উদ্দিন, ইয়াদ আলী ও সাবির উদ্দিন। শনিবার বিকেলে ইয়াকুবনগরস্থিত সীমান্ত রক্ষী জোয়ানের তরফ থেকে এগারোটি গরু সহ তিন পাচারকারীকে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সীমান্ত রক্ষা বাহিনী জোয়ানরা জানায়, ধৃতদের বাড়ি ঊনকোটি জেলায়। পাশাপাশি ইয়াকুবনগরস্থিত সীমান্ত রক্ষী জোয়ানের তরফ থেকে কদমতলা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়। রবিবার ধৃতদের ধর্মনগর জেলা আদালতে সোপর্দ করবে কদমতলা থানার পুলিশ।

ফেব্রুয়ারিতেই

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার মানুষ গণতন্ত্রের অক্সিজেন নিতে পারছেন না। ভয়ভীতির মধ্যে বসবাস করতে হচ্ছে। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই, গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রতিবাদের ভাষা ফিরে পেতে এবং মুক্ত বাতাসে মানুষের শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই সারা ত্রিপুরায় জনসংযোগ করা হচ্ছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন তিনি।

তদন্ত শুরু

● প্রথম পাতার পর

পর্যায়ের তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের ওপর ট্রাফিক কনস্টেবল এর মারধরের ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু হওয়ায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। উল্লেখ্য গত২৪ জানুয়ারি এই ঘটনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তিপরা মথা

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে।

এদিকে, বিজেপি দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে ২৬ জানুয়ারি এলাকায় এক যোগদান সভা যোগদান সভায় বেশ কিছু পরিবার বিজেপিতে যোগদান করেছিল। এরপর থেকেই এ ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অগ্নিসংযোগের ঘটনায় কাউকে আটক করার সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় রাজনৈতিক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

স্কুল- কলেজ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। সাথে তিনি যোগ করেন, কলেজেও অনলাইনের সাথে অফলাইনে চালু রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্ত, এখন সমস্ত স্কুল-কলেজ পুরো দমে শুরু হবে। ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি নিয়েই খুলছে স্কুল-কলেজ।

তিনি জানান, আজ শিক্ষা দফতরের সচিব, দুই অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্য দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সাথে করোনার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে, আগামীকাল পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধের বিধিনিষেধের সময়সীমা বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই বলেই স্থির হয়েছে। তবে, কোবিড বিধি সকলের অবশ্যই মানতে হবে। তিনি সাফ জানান, আগামী সোমবার থেকে যথারীতি স্কুল-কলেজ খুলছে। তবে, হোস্টেলগুলি খোলার বিষয়ে এখনো আদেশ জারি হয়নি। কিন্ত, হোস্টেলও চালু হয়ে যাবে, এমনটাই আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষা দফতরের অধীন সমস্ত স্কুল, এডিসি পরিচালিত বিদ্যালয়, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল এবং মাদ্রাসা ও সমস্ত সরকারী কলেজ আগামী সোমবার থেকে পুরোদমে চালু হচ্ছে। বেসরকারী কলেজ এবং এনআইটি আগরতলাকেও ওই সিদ্ধান্ত কার্যকরের আহবান জানাবে ত্রিপুরা সরকার।

হার্ট সার্জারি

● প্রথম পাতার পর

এই জটিল অস্ত্রোপচার করা হয়।

এই অপারেশনে ব্লাড ট্রান্সফিউশনের কোনও প্রয়োজন হয়নি। কারণ, এই প্রথম ত্রিপুরায় সেল সেভার মেশিন ব্যবহার করে রক্তের অটো ট্রান্সফিউশন করা হল। ফলে রোগীর শরীর থেকে বিন্দুমাত্র রক্তের অপচয় হয়নি। অ্যানেসথেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ সুরজিৎ পাল। পারফিউসানিস্ট (হার্ট-লাং যন্ত্র পরিচালক) সুজন সাহু, ফিজিসিয়ান অ্যাসিসটেন্ট সুদীপ্ত মন্ডল, স্ক্রাব নার্স জাহির হুসেন, অর্পিতা সরকার, সৌরভ শীল, মৌসুমী দেবনাথ, অন্ন বাহাদুর জমাতিয়া, প্রাণকৃষ্ণ দেব, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট রতন মন্ডল, জয়দীপ চক্রবর্তী, অমৃত মুড়াসিং, কোর্ডিনেটর অভিষেক দত্ত, রিচাশ্রী সরকার, জেমসন দেববর্মা, কিষাণ রায় ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও ছিলেন। রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। গভীর রাতে তাকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয়। আইসিইউ কেয়ারে নিয়োজিত ছিলেন মিনহাজুদ্দিন আহমেদ, আসরাফুল গোলদার এবং সত্যজিৎ দেবনাথের নেতৃত্বে নার্সগণ।

বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এপিএল পরিবারভুক্ত হওয়ায় তার চিকিৎসার আনুষঙ্গিক ব্যয়ভার তাকে বহন করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি হাসপাতালের চাইতে অনেক কম খরচে তার এই অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে।

তিনজনের

● প্রথম পাতার পর

জনের নমুনা পরীক্ষায় ৩১০ জনের দেহে নতুন করে করোনার সংক্রমণের খোজ মিলেছিল এবং দৈনিক সংক্রমণের হার ছিল ৬.১৭ শতাংশ। মৃত্যু হয়েছিল ৪ জনের।

এদিকে, সুস্থতা অনেকটা স্বস্তি দিচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৮২ জন করোনার সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫৭৯৮ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৯৯৫৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৯৩২০১ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.২৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৩.৩০ শতাংশ। এদিকে ০.৮৯ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় তিন জনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৮৮৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, পশ্চিম জেলাই করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৫২ জন, উত্তর জেলায় ১৯ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১১ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ১০ জন, ঊনকোটি জেলায় ১১ জন, খোয়াই জেলায় ৪ জন এবং গোমতি জেলায় ২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

মৃত্যু

● আটেক পাতার পর

পুনরায় চাকুরীতে নিযুক্ত করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন। যেসব চাকরিচ্যুত শিক্ষক নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তাদের প্রত্যেকের পরিবারে সরকারি চাকরির প্রদানের জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

সম্ভাবনা

● আটেক পাতার পর

উন্নত করার লক্ষ্যে বর্তমান পুর প্রশাসন গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে চায়। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজকের এই বৈঠক। এছাড়া প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় কি কি সমস্যা আর রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য কাউন্সিলরদের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটেক পাতার পর

একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এবং ২৪০ আসন বিশিষ্ট বালিকা আবাসের নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। সভায় এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড: প্রশান্ত কুমার গোয়েল, পূর্ত দপ্তরের (আর অ্যান্ড বি) চিফ ইঞ্জিনীয়ার দীপক চন্দ্র দাস, পূর্ত দপ্তরের (বিল্ডিং) চিফ ইঞ্জিনীয়ার সঞ্চয়িতা দাস এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

াঙ্গন

ডার্বির আগে সুভাষ ভৌমিককে শ্রদ্ধা নিবেদন লাল-হলুদ ও সবুজ-মেরুনের

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ডার্বির শুরুর আগে প্রয়াত প্রাক্তন কোচ সুভাষ ভৌমিককে শ্রদ্ধানিবেদন জানাল এসসি ইস্টবেঙ্গলের ও এটিকে মোহনবাগানের।। বল পায়ে, কোচের রিমোট কন্ট্রোল হাতে নিয়ে বহু ডার্বি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছেন ময়দানের 'ভোম্বলদা'। গত শনিবার সকালে প্রয়াত হন সুভাষ ভৌমিক। শোকে ভেঙে পড়ে কলকাতা ময়দান। আজ শনিবার মাণ্ডবী তীরে আইএসএলের সেরা বক্স অফিস। এসসি ইস্টবেঙ্গলের সামনে এটিকে মোহনবাগান। গোলকিপার অরিন্দম ভট্টাচার্য, বলবন্ত সিং, আদিল খান এবং মহম্মদ রফিক সম্মিলিত ভাবে ধরে রয়েছেন লাল-হলুদ জার্সি। সেই জার্সির নম্বর ১২। জার্সিতে লেখা ভৌমিক। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করেছে এসসি ইস্টবেঙ্গল। সেখানে লেখা রয়েছে, 'আপনি আমাদের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবেন—সুভাষ ভৌমিক।' একই ভঙ্গিতে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে এটিকে মোহনবাগানও। কোচ ফেরান্দো, সন্দেশ এবং তিরি ধরে আছেন ১২ নম্বর এটিকে মোহনবাগান জার্সি। সবুজ-মেরুনের হয়েও তো কত মণিমুক্তো ছড়িয়ে গিয়েছেন সুভাষ ভৌমিক। মোহনবাগানের হয়ে গোল করেছেন ৮২টি। সবুজ-মেরুন জার্সি পরে খেলেছেন ১৯৭০-৭২, ১৯৭৬-৭৮। খেলোয়াড় জীবনে বহু ডার্বি ম্যাচের ভাগ্য তৈরি করে দিয়েছেন তিনি। কোচ হওয়ার পরে ইস্টবেঙ্গলকে এনে দিয়েছেন একাধিক সাফল্য। জাতীয় লিগ জিতেছেন। জিতেছেন আসিয়ান কাপ। একসময়ে বড় ম্যাচে মোহনবাগানকে সামনে দেখলেই কেঁপে যেত লাল-হলুদ বাহিনী। সময় হিসেবে মোটেও ভাল ছিল না ইস্টবেঙ্গলের জন্য। এরকম অবস্থায় কোচ হয়ে দায়িত্ব নিয়ে সুভাষ ভৌমিক মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছিলেন। ২০০৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আই লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগানকে। এরকম কত স্মৃতি যে জড়িয়ে রয়েছে সুভাষ ভৌমিক নামের সঙ্গে, তার ইয়ত্তা নেই।

টেনিস ছেড়ে ক্রিকেটে, আবার টেনিসে ফেরা, অ্যাশলে বার্টির জীবন যেন নাটকে মোড়া

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল অ্যাশলে বার্টির। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪ বছরের আক্ষেপ মেটালেন তিনি। সেই ছোটবেলা থেকে টেনিস খেলা শুরু করেছিলেন। এক সময় প্রথম দশেও ঢুকে পড়েছিলেন। সেখান থেকে হঠাৎই টেনিস থেকে বিরতি। বেছে নেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের খেলা ক্রিকেট। খেলে ফেলেন মহিলাদের বিগ ব্যাশ লিগে। এক বছর পর আবার টেনিসে প্রত্যাবর্তন। সেখান থেকেই টানা সাফল্য। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল অ্যাশলে বার্টির। অস্ট্রেলিয়ার ৪৪ বছরের আক্ষেপ মেটালেন তিনি।

১৯৯৬ সালের ২৪ এপ্রিল উত্তর কুইন্সল্যান্ডে জন্ম বার্টির। বাবা এবং মা দু'জনেই গলফের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মা গলফ ছেড়ে দেওয়ার পর রেডিয়োগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন। ছোটবেলায় টেনিসের পাশাপাশি নেটবল খেলেছেন বার্টি। তবে একটা সময় টেনিসের উপরই পুরোপুরি নজর দেন। কারণ, তাঁর মনে হয়েছিল নেটবল নাকি শুধু 'মেয়েদের খেলা'। তাঁর দুই বোন সেই খেলায় অনেক ভাল ছিলেন। সেটাও খেলা ছাড়ার আর একটা কারণ। কিন্তু ছোটবেলায় এক বারও ক্রিকেট খেলেননি তিনি।

মাত্র ৪ বছর বয়সে ওয়েস্টার্ন ব্রিসবেন টেনিস সেন্টারে জিম জয়েসের অধীনে টেনিস খেলায় হাতেখড়ি।

ছোটবেলাতেই জয়েস বুঝতে পারেন, বার্টি বাকি পাঁচ জন বাচ্চার মতো নয়। হাত এবং চোখের অসাধারণ সামঞ্জস্য এবং শট মারার দক্ষতা থাকার কারণে ছোট থেকেই বার্টি বাকিদের পিছনে ফেলেছিলেন। ছোটবেলায় বাড়িতেই বসার ঘরের দেওয়ালে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল মেরে যেতেন তিনি। তাঁর থেকে ৬ বছরের বড় ছেলেদের সঙ্গে এক সময় টেনিস খেলা শুরু করেন।

বিরতিতে ডার্বি গোল শূন্য, অবিশ্বাস্য গোল মিস মার্সেলোর

কলকাতা, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : কলকাতা ডার্বি ম্যাচ জমে উঠেছে। শনিবার দুটি দলের কেউ গোল না পেলেও বিরতির আগে পর্যন্ত ভাল খেলা হয়েছে। দুটি দলই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে খেলছে। বলের দখল এটিকে মোহনবাগানের থাকলেও দিনের সহজ সুযোগ মিস করেছে ইস্টবেঙ্গল।

অরক্ষিত এটিকে মোহনবাগান বক্সে চলে আসেন মার্সেলো রিবেইরো। তিনি ফাঁকায় বল পেয়েও সেটি কাজে লাগাতে পারেননি। গোল হয়ে গেলে লাল হলুদ ম্যাচে এগিয়ে যেতে পারত।

ম্যাচের প্রথম কর্ণার থেকে বল পৌঁছে গিয়েছিল লিস্টনের পায়ে। তাঁর দুরন্ত ক্রসে দ্বিতীয় পোস্টে বিশাল বড় গোল করার সুযোগ পেয়ে যান প্রীতম। তবে শেষ মুহূর্তে অমরজিৎ-র হালকা মাথার স্পর্শই প্রীতমকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

মনবীরের সঙ্গে সুন্দর ওয়াল খেলে ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি বক্সে বল পেয়েছিলেন হুগো বুমোস। তবে তিনি ঠিক যখন শট মারতে যাবেন, তখনই তা এসে তা ব্লক করে দেন হীরা মন্ডল। হীরা না থাকলে ১-০ এগিয়ে যেতেই পারত সবুজ মেরুন।২৫ মিনিটে আশ্চর্যজনক মিস মার্সেলোর, নীচ থেকে আদিল খানের ফ্রি-কিক, তিরির জঘন্য ক্লিয়ারেন্সে চলে আসে মার্সেলোর পায়ে। গোলকিপারের সঙ্গে সঙ্গে ১-১ পজিশনে গোল করার দুর্ধর্ষ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন, কাজে লাগালে তিনি নায়ক হয়ে যেতেন প্রথম ৪৫ মিনিটে।

অ্যাশ বার্টি জিতলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা শিরোপা

মেলবোর্ন, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : শনিবার রাতে ড্যানিয়েল কলিন্সকে ফাইনালে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মহিলা শিরোপা জিতেছেন বিশ্বের এক নম্বর অ্যাশলে বার্টি। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ক্রিস ও"নিলের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সিঙ্গেলস ট্রফির পর থেকে ৪৪ বছরে বার্টিই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান মহিলা।

রড ল্যাভার অ্যারেনায় ফাইনালে অসিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলিন্সকে ৬-৩, ৭-৬-এ পরাজিত করে। ২০১৯ সালে রোল্যান্ড গ্যারোস এবং গত বছর উইম্বলডন জেতার পর বার্টির অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় হল তার তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম শিরোপা।

২৫ বছর বয়সী এই প্রথমবারের মতো ড্যাফনে আখার্স মেমোরিয়াল কাপ উঠানোর পথে একটি সেট হারাননি এবং কলিন্সের বিরুদ্ধে তার মুখোমুখি রেকর্ডটি তাদের পাঁচটি লড়াই থেকে চারটি জয়ে বাড়িয়েছেন। কলিন্স ১৭তম প্রধান ড্র উপস্থিতিতে তার প্রথম বড় ফাইনালে খেলছিলেন এবং একটি স্ল্যামে তার ক্যারিয়ারের সেরা রান সোমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন-পরবর্তী র‍্যাঙ্কিং প্রকাশের সময় প্রথমবারের মতো শীর্ষ ১০-এ দেখতে পাবে।

আইপিএল-এর নিলামে ভুটানের ক্রিকেটার, পেলেন ধোনির সই

আইপিএল-এর চুক্তি পেতে এখনও দেরি থাকলেও ইতিমধ্যেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সই করা জার্সি পেয়ে গিয়েছেন মিকিয়ো। এ বারের আইপিএল-এ ১২১৪ জন ক্রিকেটার নিলামের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মিকিয়ো দর্জি। ভুটানের প্রথম ক্রিকেটার যিনি আইপিএল নিলামে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তবে ভুটানের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএল খেলবেন কি না তা সময় বলবে।

আইপিএল-এর চুক্তি পেতে এখনও দেরি থাকলেও ইতিমধ্যেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সই করা জার্সি পেয়ে গিয়েছেন মিকিয়ো। ইনস্টাগ্রামে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন তিনি। ধোনির থেকে পরামর্শ পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন মিকিয়ো। তিনি লেখেন, 'সহজ থেকো। কাজের দিকে মন দাও, ফলাফলের দিকে নয়। পদ্ধতি ঠিক থাকলে সাফল্য আসবেই। আনন্দ করো, চাপ নিও না।' যে দিন থেকে এই উপদেশ ধোনি আমাকে দিয়েছেন, সেটা আমার সঙ্গে রয়েছে।' মিকিয়ো যে ছবি পোস্ট করেছেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে ধোনির পাশে জার্সি হাতে দাঁড়িয়ে মিকিয়ো। জার্সিতে সই রয়েছে ধোনির। সঙ্গে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন মিকিয়ো। সেখানে দেখা যায় ধোনি তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন। ১২ এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি আইপিএল-এর নিলাম। সেই দিনের অপেক্ষায় মিকিয়ো।

PNIT NO: ePT78/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 27.01.2022
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 10.02.2022 for 03 (Three) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: **8731817713/7005816725** for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-3552/22

PNIeT No:-36/ EE/DWS-I/2021-22
Single bid item rate e-tcnder is invited for I (one) nos work **Door to door survey in connection with providing 100% domesticwater supply connection in AMC area. (2nd Call).**
Deadline for online bidding:- Up to 1500 hrs. of 19.2.2022 Any subsequent corrigendum will be uploaded in the website only. Detailed press notice & bid documents for the work can be seen in website www.tripuratenders.gov.in. For any query please contact :- 0381 - 232-5606. e-mail:dwsdivagartala1@gmail.com.

(For and on behalf of Governor of Tripura
Sd/- (N.P.Chakrabarti)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-.I
Agartala. Tripura (W).
ICA-C-3532/22

Ref. No.F.2(22)/CDPOJKOL/ 2017/83(12), Dated. 28.08.2022.

Notice inviting Quotation

Sealed quotations are hereby invited from the resourceful bonafide/certified Co-operative Societles/SfIGs/ LAME'S/ PACS/ Mahila Mandals /Village Communities under Dharmanagar sub division for the one time supply of following items for Kadamtala ICDS Project, North Tripura :

SL No.	Name of Article	Specification	Quantity
1	Booklets on Facilities available in AWCs	A4 size	180 nos.
2	Permanent Iron banner stand with flex banner with flex banner (Including fitting and fixing at different places under Kadamtala ICDS Project)	6ft (B) x 8ft (L) Height from the ground is 8ft	5 nos.
3	Checklist of AWC visit with 13 criteria	A4 size 100 pages each	319 nos.

Last date of submission of sealed quotation alongwith required up-to-date papers & form addressing to the CDPO, Kadamtala ICDS Project. North 'Tripura Is 10/02/2022 up to 01:00 PM and bids will be opened on the same day at 03:OOPM if possible in presence of the Quotationers or authorized reprentatives.
All the terms and conditions and other information are available in the office of the undersigned and can be seen on all working days during office hours w.e.f. 28/01/2022.

Sd/-
(Avan Bhaurnik)
CDPO
Kadarnma ICDS Protect
North Tripura
ICA-C-3548/22

NOTICE INVITING QUOTATION
Quotation vide NO.F.9 (6) BDO/BKF/PANCH/2021-22/1529 Dt.28th January 2022 in sealed envelopes for supply of **Computer Set** (Desktop) for Official purpose under, Bokafa RD Block , Santirbazar , South Tripura.
Quotation can be dropped from 04-02-2022 to 10-02-2022, (Time-10:00 A.M to 4:00 P.M) in all working days .The Terms & condition etc, of the quotation may be contact, Bokafa RD Block , Santirbazar, South Tripura .

Sd/- Illegible
Block Development Officer,
Bokafa R.D. Block, South, Tripura
ICA-C-3537/22

সন্ধান চাই

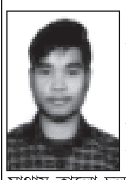

গত ২২/১২/২০২১ ইং আনুমানিক বিকাল ০৫ ঘটিকার সময় শ্রী হামজয় রিয়াং (২৪) পিতা শ্রী হরিজয় রিয়াং সাং- পন্ডিরাম পাড়া, থানা- খেদাছড়া, জিলা- উত্তর ত্রিপুরা। তিনি বাড়ির লোকজনদের কোন কিছু না বলে বাড়ি হইতে তিনি চলে যায় এবং অদ্যবদি সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। তাঁহার চেহারার বর্ণনা হল বয়স অনুমান ২৪ বৎসর, উচ্চতা অনুমান ৫ ফুট, গায়ের রং ফর্সা, মুখমণ্ডল গোলাকার, মাথায় কালো চুল আছে। উক্ত সংবাদ মূলে খেদাছড়া থানার জি, ডি নং ১০ তারিখ ০১/০১/২০২২।

উপরোক্ত পুরুষ ব্যক্তির কোন সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা
১) ওসি খেদাছড়া থানার মোবাইল নং ৮৪১৬০০৭২১০
২) এস,ডি,পিও পানিসাগর ফোন নং ০৩৮২২-২৭১০২০
৩) এস,পি, উত্তর ত্রিপুরা ফোন নং ০৩৮২২-২৩৪৪৬৬
৪) পুলিশ কন্ট্রোল, উত্তর ত্রিপুরা নং ০৩৮২২-২২৪৪১১

ICA-D-1716/22

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:06/CEO/SMC/2021-22 **DATED.27-01-2022**
The C**hief Executive Officer, Santirbazar Municipal Council, Santirbazar, South Tripura** invites on behalf of the 'Chairperson, Santirbazar Municipal Council ' **percentage rate e-tender** from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to **3.00 P.M**. on **17-02-2022** for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	*Construction of Pucca drain from Dulal Majumder house to Subhash Colony GP at Ward No.12, S/H:- Pucca drain etc. from ch.0.00km to 0.180km.* DNIeT No: 15/CEO/SMC/2021-22	Rs. 9,65,996.00	Rs. 9,660.00	06 (Six) months.	Up to15.00 Hrs on 17-02-2022	At 16.00 Hrs on 18-02-2022	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	*Construction of Retaining Wall in the road from Swapan Majumder house to Amal Datta house at ward no.12 under Santirbazar Municipal Council.* DNIeT No: 16/CEO/SMC/2021-22	Rs. 6,40,254.00	Rs. 6,403.00	06 (Six) months.				
3	*Construction of Pucca drain from Gas Godown to Nikhil Debnath house at ward No.13 S/H:- Pucca drain etc. from ch:0.00km to 0.142km.* DNIeT No: 17/CEO/SMC/2021-22	Rs. 6,64,941.00	Rs. 6,649.00	06 (Six) months.				
4	*Construction of Retaining Wall in the road from Ranju Das house to Pradip Das house at ward No.13, under Santirbazar Municipal Council.* DNIeT No: 18/CEO/SMC/2021-22	Rs. 9,93,666.00	Rs. 9,937.00	06 (Six) months.				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. **Submission of bids physically is not permitted.**
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically over the online payment facility provided in the portal any time after start date of bid submission and before bid submission end date using Net Banking facility by the bidders. The Bid Fee of **Rs.1,000.00** (Rupees One Thousand) only, to be paid electronically over the Online Payment facility, is Non-Refundable and to be deposited to the Government account automatically as revenue.
Bid(s) shall be opened through online by respective Bid openers on behalf of the **Chief Executive Officer, Santirbazar Municipal Council, Santirbazar, South Tripura** and the same shall be accessible by intending Bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other Bidders may like to be present at the Bid opening. For any enquiry, please contact by e-mail to **santirbazarnp@gmail.com**
For and on behalf of the Santirbazar Municipal Council.

Deputy Chief Executive Officer
Santirbazar Municipal Council
Santirbazar, South Tripura
ICA-C-3545/22

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নির্মাণ কাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ১০৪তম সভা আজ সচিবালয়ের ১নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এরফলে নির্মাণ কাজ যেমন কম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে তেমনি অর্থনৈতিক দিক দিয়েও লাভবান হওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ইঞ্জিনীয়ারদের আগরতলায় লাইট হাউজ প্রকল্পে গৃহ নির্মাণে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিয়ে তা রাজ্যের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে প্রয়োগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, যে কোনও কাজ পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে সঠিক এবং বাস্তবমুখী পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীনে সমস্ত কাজ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার পাশাপাশি কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বোর্ডের অধীনে যে সমস্ত নির্মাণ কাজ চলছে তা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আধিকারিকদের নির্মাণ কাজের স্থান নিয়মিত পরিদর্শন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, যে সমস্ত কনট্রাক্টর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করবে তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বোর্ডের পক্ষ থেকে পুরুস্কার দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় ত্রিপুরা হাউজিং এন্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান তথা পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরন গিত্যে বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের নিরিখে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, আগরতলায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স এলাকায় মালিকানাভিত্তিক বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণের টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে ফ্ল্যাট নির্মান কাজ শুরু করা হবে। ধলাই জেলার পূর্ব নালিছড়াতে ৪৮০ আসনবিশিষ্ট নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে আরও একজন চাকরীচ্যুত শিক্ষকের। মৃত শিক্ষকের নাম প্রশান্ত দেব। তাঁর বাড়ি তৈদু থানা এলাকায়।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে প্রশান্ত দেব নামে চাকরিচ্যুত ওই শিক্ষক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ নিয়ে এখনো পর্যন্ত ১২৫ জন চাকরীচ্যুত শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর লাইন ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। চাকরিচ্যুত আরো এক শিক্ষকের মৃত্যুর সংবাদে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে তাঁদের সংগঠন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। সংগঠনের নেতা কমল দেব চাকুরিচ্যুত শিক্ষক ও প্রশান্ত দেবের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্য সরকারের ও মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গীর কারণে একের পর এক চাকুরিচ্যুত শিক্ষকরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে শুরু করেছেন।

আর কত জন শিক্ষকের মৃত্যু হলে রাজ্য সরকারের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ফিরবে সেই প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষক নেতা কমল দেব। অবিলম্বে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকরিতে নিযুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অবিলম্বে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কমেছে করোনার সংক্রমণ, বিধিনিষেধ শিথিলের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় সম্ভবত নৈশকালীন কারফিউর বিধিনিষেধে অনেকটাই ছাড় দেওয়া হবে। হয়তো, কোভিড বিধিনিষেধ পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হবে। এক্ষেত্রে উঠে যেতে পারে নৈশকালীন কারফিউ। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় করোনার প্রকোপ এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত ত্রিপুরায় রাত ৮টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নৈশকালীন কারফিউ বলবৎ রয়েছে। কারফিউর মেয়াদ বৃদ্ধির এখনো কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগামীকালের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাঁর কথায়, গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাতে উঠে এসেছে, ত্রিপুরায় করোনার সংক্রমণ হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় করোনার সংক্রমণ অনেকটাই কমেছে। তাই, মুখ্য সচিব আগামীকাল এ-বিষয়ে নয়া নির্দেশিকা জারি করবেন, বলেন শিক্ষা মন্ত্রী।

পুর এলাকায় সমস্যা সমাধানে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে শনিবার মেয়র ও ডেপুটি মেয়র এর উপস্থিতিতে মেয়র-ইন কাউন্সিলরদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পুর কমিশনার ডা: শৈলেশ কুমার যাদব সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিগত দিনের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া - অর্ধ সমাপ্ত কাজগুলো দ্রুত সমাপ্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আগামীদিনে কিভাবে কাজ কর্ম পরিচালনা করা হবে তা নিয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈঠক শেষে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলা পুর নিগমের এলাকার নাগরিকদের পরিষেবা আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপকের পোস্টিং শীঘ্রই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার ২২টি ডিগ্রি কলেজের জন্য ৩৬ জন সহকারী অধ্যাপকের অফার ছেড়েছে শিক্ষা দফতর। তাঁরা অফার গ্রহণ করেছেন এবং আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের পোস্টিং দেওয়া হবে। আরও ৪০ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, সমস্ত ডিপ্লোমা কলেজে ৫৭ জন লেকচারার নিয়োগে টিপিএসসি সুপারিশ করেছে। তাঁদের শীঘ্রই অফার দেওয়া হবে।

এদিন তিনি বলেন, টিপিএসসি সরকারি ডিগ্রি কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে ৩৬ জনের নাম সুপারিশ করেছে। তার ভিত্তিতে তাঁদের অফার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সকলেই চাকরিতে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের পোস্টিং দেওয়া হবে। সাথে তিনি জানান, কারিগরিবিদ্যায় সরকারি ডিপ্লোমা কলেজে ৫৭ জন লেকচারার নিয়োগে টিপিএসসি সুপারিশ করেছে। তাঁদের হাতে শীঘ্রই অফার পৌঁছে যাবে। ওই লেকচারার নিয়োগ সম্পন্ন হলে ডিপ্লোমা কলেজে শিক্ষক সংকট থাকবে না। এদিন তিনি আরও জানান, আগামী মন্ত্রিসভার বৈঠকে সমস্ত সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৪০ জন সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে অনুমোদন চাওয়া হবে। অর্থ দফতরের অনুমোদন পাওয়া গেছে, তাই ওই সহকারী অধ্যাপক নিয়োগে প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু করা যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

বিলোনীয়ায় শহিদান দিবস পালন বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৯ জানুয়ারি।। বলোনিয়াতে পালন করা হয় শহীদ প্রদীপ চক্রবর্তীর ৩০ তম শহিদ দান দিবস। সিপিআইএম নেতা কর্মীরা সহ ছাত্র যুব সংগঠনের নেতা কর্মী ও অন্যান্য গনসংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন প্রদীপ চক্রবর্তীর শহীদ বেদিতে। শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় শহীদান দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদনের কর্মসুচী হয়। বিলোনিয়া ব্যাংক রোডস্থিত ছাত্র যুব ভবনের সামনে প্রদীপ চক্রবর্তীর শহীদ বেদী প্রাঙ্গনে।

ছাত্র যুব সংগঠন ডিওয়াই এফ আইয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলী কর্মসূচিতে ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক তাপস দত্ত, পার্টির দক্ষিণ জেলা সদস্য দীপঙ্কর সেন, ডিওয়াই এফ আই বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সভাপতি রিপু সাহা ও সম্পাদক মধুসুদন দত্ত সহ অন্যান্য গনসংগঠনের নেতাকর্মীরা। শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ শহীদ প্রদীপ চক্রবর্তীর আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে পালিত হয় শহীদান দিবসের শ্রদ্ধাঞ্জলীর কর্মসুচী। এরপর নেতৃত্বরা আলোচনা রাখতে গিয়ে, বলেন ১৯৯৩ সালের ২৯ জানুয়ারি আজকের এই দিনে প্রদীপ চক্রবর্তী খুন হয়। তৎকালীন কংগ্রেস ঘাতক বাহিনীর দ্বারা খুন হয় এই অভিযোগ তুলে বলেন, আজ যথাযত মর্যাদায় সাথে ৩০ তম শহীদান দিবস পালন হয় বিলোনিয়া ছাত্র যুব ভবনের সামনে। ৩০ তম শহীদান দিবসকে সামনে রেখে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় রক্ত দান শিবির। এদিনের রক্তদান শিবিরে ৪৩ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করে।

কৈলাসহরে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর,২৯ জানুয়ারি।। উনকোটি জেলার কৈলাসহরের বটতলা এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম নিবাস মালাকার।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, বাইক নিয়ে যাবার সময় ওই যুবক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতকে উদ্ধার করে উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই যুবক উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কৈলাশহর থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চালকের দ্রুতগামীতা-ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।

সিআইটিইউর কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ জানুয়ারি।। শনিবার মেলারমাঠে সিআইটিইউর রাজ্য কার্যালয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের সিআইটিইউর রাজ্য সভাপতি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনে আগামী ২৮ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি দু''দিনব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে আলোকপাত করা হয়।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিআইটিইউর রাজ্য সভাপতি মানিক দে বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নতুন শ্রমবিধি প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, নতুন শ্রম ও বিধি প্রণয়ন করে কেন্দ্রীয় সরকার বেকার ও শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ধরনের বিধি কার্যকর করা হলে নিয়োগ এবং ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে কোন ধরনের অনিশ্চয়তা থাকবে না। যেকোনো সময় কর্মী ছাঁটাই করা হতে পারে। এ ধরনের শ্রম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সি আই টি ইউ একটি শ্রমিক সংগঠন দু''দিনব্যাপী সারাদেশে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সর্বস্তরের জনগণকে ধর্মঘটে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতি বলেন, লড়াই সংগ্রাম ছাড়া বর্তমান সরকারের কাছ থেকে কোনো দাবি আদায় করা সম্ভব হবে না। সে কারণেই দাবি আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রামে সকলকে শামিল হতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের কাজ-কর্মে রাজ্যের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এক্সিট পোল প্রকাশে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৯ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় নির্বাচন কমিশন শনিবার এক্সিট পোলের উপর কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে। স্পষ্ট বলেছে, "কোনও ব্যক্তি কোনও এক্সিট পোল পরিচালনা করবেন না এবং প্রিন্ট বা অন্য কোনও উপায়ে কোনও এক্সিট পোলের ফলাফল প্রকাশ বা প্রচার করবেন না। অন্যথা আইনআনুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এক্সিট পোলের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চের মধ্যে ওই সব রাজ্যে ভোট গ্রহণ হবে। নির্বাচনের ফলাফল ১০ মার্চ ঘোষণা করা হবে। তার আগে শনিবার জানানো হয়েছে, এক্সিট পোল প্রকাশ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইনের ১২৬এ ধারা অনুযায়ী এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছে। সমস্তরকম সংবাদমাধ্যমকে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে বলা হচ্ছে। ফলে তারা কোনওরকম এক্সিট পোল করতে পারবেন না। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও বিষয় দেখানো, ছাপা এবং প্রচার করা যাবে না।

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ওপিনিয়ন পোল এবং এক্সিট পোলের উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ২০০৪ সালে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনীর প্রস্তাব আনে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তারা আইন মন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়।

কল্যাণপুরের বিভিন্ন গ্রামে বাঘাসিন্নির ব্রত নিয়ে তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ জানুয়ারি।। মাঘ মাসে গ্রামীণ এলাকায় বাঘাসিন্নি হয়ে থাকে। গ্রামীন ত্রিপুরার একটি অতি পরিচিত এবং প্রাচীন উৎসব হচ্ছে বাঘা সিন্নি ব্রত। যদিও আধুনিক প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে এই বাঘা সিন্নি ব্রত অনেকটাই অজানা বা অপরিচিত। প্রচলিত আছে প্রাচীনকালে মানুষের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল শীতের মরসুমে বন-জঙ্গলে খাবার এর যোগান না পেয়ে বাঘ দলবল নিয়ে লোকালয়ে চলে আসত। তখন মানুষের মধ্যে একটা ভয় কাজ করত কখন না বাঘ লোকালয়ে হামলে পড়ে। এই ভয়ের থেকে নিজেদেরকে এবং পরিজনদের রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঘের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসের অন্তিম দিনে শিন্নি করে পরিবেশন করা হতো। বদ্ধমূল ধারণা ছিল এর ফলে বাঘ জনমানুষের ক্ষতি করবে না অর্থাৎ সমাজ সংসারকে হিংস্রতা থেকে রক্ষা করার জন্যই সুপ্রাচীন কাল থেকে গ্রাম গ্রামাঞ্চলে এই বাঘের সিন্নির প্রচলন রয়েছে। কালের বিবর্তনে অনেক কিছু আমরা হারিয়ে ফেলেছি, অনেক রীতি-রেওয়াজ আমরা পেছনে ফেলে দিয়েছি এরপরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজও আমাদের ঐতিহ্য গুলা সুউজ্জল। অল্প অল্প করে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে বাঘাসিন্নির মতো সুপ্রাচীন কিছু কিছু রীতি রেওয়াজ।

আজও গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্নভাবে এই বাঘা সিন্নির ব্রত আয়োজন চলছে। এরকমই এক ছবি দেখা গেল কল্যাণপুরে। একদল নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা সগর্বে দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যকে বহন করছে। বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে বাঘের নামের জয়ধ্বনি করছে, নানা প্রকারের গল্পকাহিনীকে সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটা সুরের মূর্ছনায় পরিবেশন করছে।

এর পাশাপাশি সাজসজ্জার মাধ্যমে বাঘ শিকারের দৃশ্যকে মানুষের মনে দৃশ্যায়িত করছে। আর ভক্তিভরে সাধারণ মানুষরা যাই দিচ্ছেন তা সংগ্রহে রেখে এই মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে বাঘের সিন্নি নামক ব্রত আয়োজন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এরকম দৃশ্য কল্যাণপুরের মতো বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় যে আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে রেখে তৃতীয় বিয়ে করল প্রতারক, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৯ জানুয়ারি।। দ্বিতীয় স্ত্রী এবং এক পুত্র সন্তানকে রেখে তৃতীয় বিয়ে করল লম্পট তৃণমূল নেতা উজ্জল হোসেন। অভিযুক্ত উজ্জলের বিরুদ্ধে বিশালগড় মহিলা থানায় মামলা দায়ের করল তার দ্বিতীয় স্ত্রী পুষিয়া নাহার। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন রতন নগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ২০১১ সালে ভালোবেসে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ এবং পরে সামাজিক ভাবে বিয়ে হয় বিশালগড় থানাধীন রঘুনাথপুর গ্রামের জাকির হোসেনের কন্যা পুসিয়া নাহারের সঙ্গে একই থানাধীন রতন নগর গ্রামের আব্দুল হাসেমের পুত্র উজ্জ্বল হোসেনের।

বিয়ের কিছুদিন পর পুসিয়া জানতে পারে তার স্বামী উজ্জল এর আগে আরেক মহিলাকে পালিয়ে বিয়ে করেছিল এবং উজ্জলের পরিবার তা মেনে না নেওয়ায় মহিলাকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তা নিয়ে কিছুদিন তাদের সংসারে অশান্তি চললেও কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিন পর তাদের সংসারে জন্ম হয় এক পুত্র সন্তানের। বিয়ের সময় উজ্জল হোসেন এর দাবি মোতাবেক নগদ দুই লক্ষ টাকা, টিভি, ফ্রিজ সহ ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র যৌতুক হিসেবে পুসিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর কিছুদিন ভালো কাটলেও বছর দুয়েকের মধ্যেই পাসিয়ার উপর নির্যাতন শুরু করে উজ্জল। উজ্জলের দাবি যৌতুক হিসেবে পুসিয়া যেন তার বাবার বাড়ি থেকে একটি গাড়ি কিনে দেয় উজ্জ্বলকে। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় পুসিয়ার পরিবার উজ্জ্বলকে গাড়ী কিনে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় উজ্জলের নির্যাতন মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ পুসিয়া নাহারের। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রথম লকডাউন এর সময় বাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয় পুসিয়া। এর মধ্যে উজ্জ্বলের সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্তা না হলেও স্বামীর বাড়িতে মাঝে মধ্যে গিয়ে অসুস্থ শ্বশুর শাশুড়িকে দেখে আসতো পুসিয়া। শুক্রবার উজ্জলের বাবা তথা পুসিয়ার শশুর আবদুল হাসেম প্রয়াত হয়। মৃত শ্বশুরকে দেখতে গিয়ে পুসিয়া দেখতে পায় তার স্বামী উজ্জল হোসেন তৃতীয় বিয়ে করে আরেক মহিলাকে ঘরে তুলেছে। অথচ পুসিয়া এবং উজ্জলের বৈবাহিক সম্পর্কের বিচ্ছেদ অর্থাৎ ডিভোর্স এখনো হয়নি। এই অবস্থায় বিশালগড় মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়ে স্বামী উজ্জ্বল হোসেনের নামে মামলা করেছে পুসিয়া নাহার। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুষ্ঠু বিচার পেতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে পুসিয়া নাহার।

উল্লেখ্য উজ্জল হোসেন বাম আমলে বিশালগড় করইমুরা এলাকায় সমাজদ্রোহী হিসেবে কুখ্যাত ছিল। বাম আমলে সমস্ত ধরনের নেশার কারবার চালাত উজ্জল। ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তার সমস্ত নেশার কারবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে তৃণমূল নেতা হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয় উজ্জ্বল। জানা গেছে উজ্জ্বল ও পুসিয়ার একটি ৯ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে। এখন দেখার উজ্জলের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ।

কৃষি কাজে অনন্য নজির গড়লেন কল্যাণপুরের যুবক প্রদ্যুৎ পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৯ জানুয়ারি।। শুধুমাত্র সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকেও যে সমাজের বুকে অনন্য নিদর্শন স্থাপন করা যায় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কল্যাণপুরের গোপালনগর গ্রামের উদ্যমী যুবক প্রদ্যুৎ পাল। বছর তিরিশের এই উদ্যমী যুবক ছোটবেলা থেকেই কৃষিকাজে যুক্ত। এরপর স্বপ্ন দেখতে থাকেন এই কৃষিকে ভর করেই এগিয়ে যাওয়ার। আর পেছনে ফিরে তাকাননি। খোলাখুলি জানালেন প্রতিকূলতা অনেক এসেছে কিন্তু থেমে থাকেননি। আর থেমে থাকেননি বলেই আজ পনের কানির নিজস্ব কৃষি জমিতে মিশ্রচাষের অনন্য নজির স্থাপন করেছেন প্রদ্যুৎ পাল। নিজের হাতে পরিকল্পনা করে এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছেন রকমারি মরসুমি সবজি চাষ। মিশ্রচাষে জোর দিতে গিয়ে প্রাণী পালনেও অত্যন্ত দক্ষতার ছাপ রেখে চলেছেন তিনি। ঘুরে দেখা গেল হাঁস সহ

ছাগল পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সাথে আগামী দিনে এই কৃষি জমিকে পরিকল্পনা করে ব্যবহার করে গরুর ফার্ম তৈরি করারও পরিকল্পনা রয়েছে এমনটাই জানালেন প্রদ্যুৎ পাল। তৃপ্তি নিয়ে জানালেন বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী, তবে আগামী দিনে সরকারের সহায়তায় ভর করে এই নিজস্ব জমিকে ভিত্তি করে কৃষিতে আরো উন্নতি করতে চান তিনি। পাশাপাশি সমাজের উদ্দেশ্যে বার্তা রাখতে গিয়ে বলেন কৃষি যেহেতু আমাদের সভ্যতার মূল ভিত্তি, আর যেহেতু আমাদের ভৌগলিক অবস্থাও কৃষির ক্ষেত্রে ইতিবাচক তাই এই কৃষিকে ভর করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হলে নিজের পাশাপাশি সমাজের অর্থনীতির চেহারাটা বদলে যেতে পারে।

কল্যাণপুরের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক প্রশান্ত দেববর্মার কাছে এই উদ্যমী কৃষক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এই কৃষকের উদ্যমী মানসিকতাকে কুর্নিশ জানান। পাশাপাশি বলেন বরাবরই দপ্তর প্রদ্যুৎ বাবুদের মত উদ্যমীদের পাশে। আগামী দিনেও শুধু প্রদ্যুৎ পাল না, অন্যরাও যারা কৃষিকে ভর করে এগিয়ে যেতে চাইবে দপ্তর সহায়তা করবে। বিকল্প অর্থনীতিকে ভিত্তি করে সমাজের সার্বিক চেহারা যেন পাল্টে যায়। সমাজের মধ্যে কিছু মানুষের মনে যে এই দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তার অন্যতম নিদর্শন কল্যাণপুরের গোপালনগরের এই উদ্যমী প্রদ্যুৎ পাল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।